৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত অ জামায়াতের মুখপত্র

সুন্নী জাগরণ

সুন্নী জাগরণ

মাসিক পত্রিকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGORAN

সম্পাদক

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল

শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

দক্ষিন ২৪ পরগানা

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত অ জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

سنی جاگرن

সংখ্যা- এপ্রিল -২০১৭

www.sunnijagoran.ga

—ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ—

নাওয়াসায়ে সদরুল আফাযিল সাইয়েদ নিজামুদ্দীন নাঈমী, খানকায়ে নাঈমীয়া, দুবরাজপুর, ইসলামপুর, বীরভূম ।
মুফতী মোখতার আহমাদ - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কলকাতা
মুফতী নুর আলম রেজবী - কোলকাতা.নাখোদা মসজিদের ইমাম
ডঃ মুফতী সাকিল আহমাদ আসবী,
চেয়ারম্যান আল জামিয়াতুল আসবিয়া এডুকেশনাল চ্যারিটাবল ট্রাস্ট ।
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট
শায়খুল হাদীস মুফতী অরেজুল হক হাবিবী - রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবুল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিন ২৪ পরগানা

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

—ঃ বিষয় ঃ—	—ঃ পৃষ্ঠা ঃ—
১- নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন	১
২- পীর পূজা আরম্ভ করিয়াছেন	২
৩ - চল্লিশ মুনতাখব হাদীস	৩
৪ - ফাতাওয়া বিভাগ	৯
৫ - স্পেশাল ম্যারেজ হারাম	১৫
৬ - 'মাসলাকে আ'লা হজরত'	১৬
৭ - 'কলম' পত্রিকা সুন্নীদের নয়	১৭
৮ - হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ	১৮

—ঃ সম্পাদক ঃ—
মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,
পিন - ৭৪২৩০৪, মোবাইল - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

—ঃপ্রকাশনায় ঃ—
রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,পিন - ৭৪২৩০৪
মোবাইল - ০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

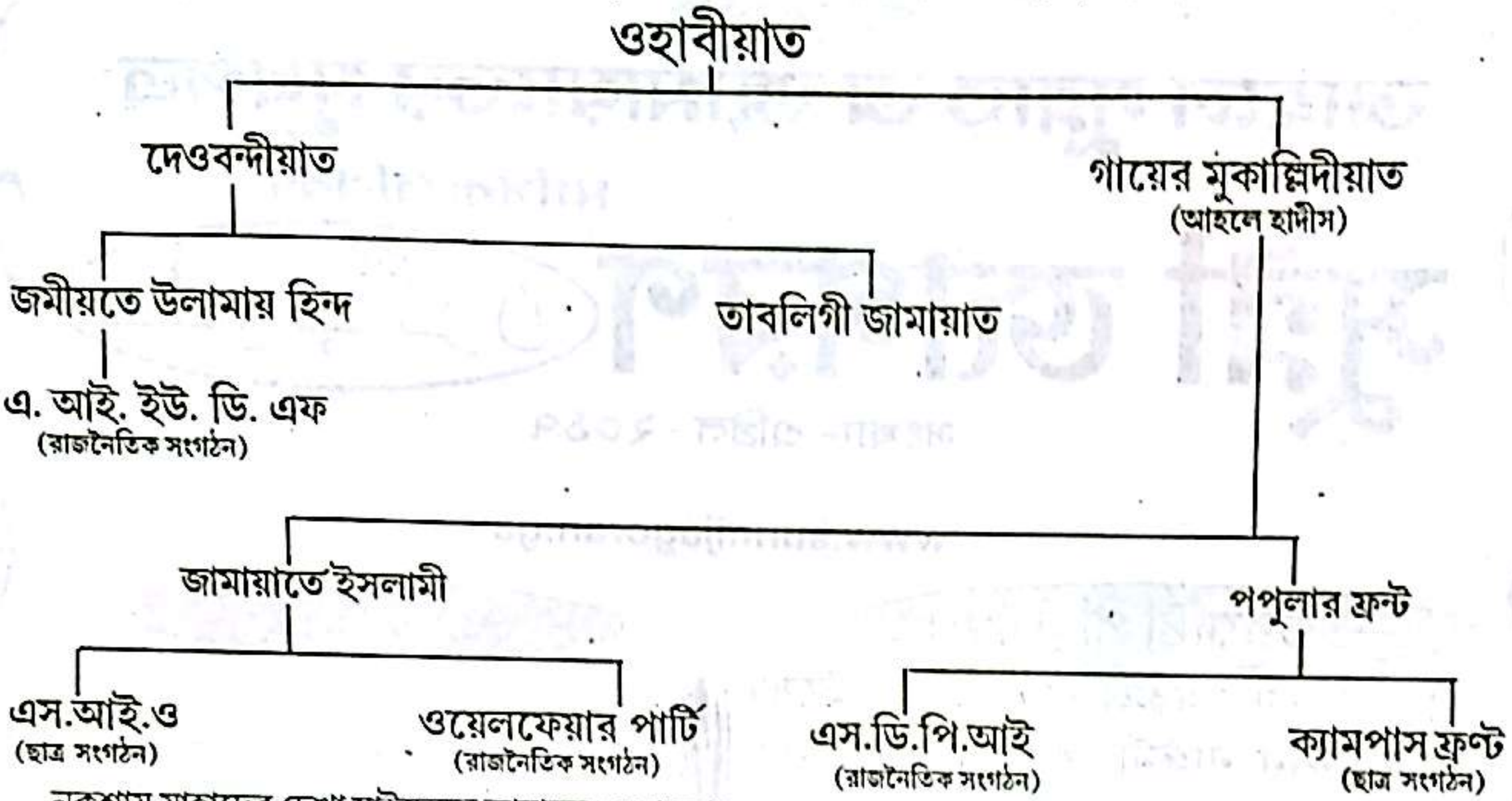

নকশায় যাহাদের দেখা যাইতেছে তাহাদের একাংশের নিকট আমার আবেদন যে, তাহারা যেন গভীর ভাবে আমার আবেদনের উপরে একবার নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া থাকেন ।

যাহারা আদি ওহাবী বা গায়ের মুকাল্লিদ - তথা কথিত আহলে হাদীস কিংবা দেওবন্দী-তাবলিগী জামায়াতের মানুষ তাহাদের কাছে আমার কোন আবেদন নাই । কারণ, তাহারা আপন পয়েন্টের উপরে দাঁড়াইয়া গিয়াছে । সুতরাং তাহারা আমার কথায় কর্নপাত করিবেন কেন ! তবে কিন্তু যাহারা এখনো পর্যন্ত দোদল্যমান অবস্থায় রহিয়াছেন যে, কোন্‌টি ঠিক, কোন্ দিকে যাইবো বলিয়া চিন্তা ভাবনার মধ্যে রহিয়াছেন, তাহাদের নিকট একটি আশা নিয়া আবেদন করিতেছি যে, হয়তো তাহারা আমার আবেদনে সাড়া দিয়া চিন্তা ভাবনা করিবেন ।

বর্তমানে শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ আহলে হাদীস হইয়া গিয়াছেন কিংবা আহলে হাদীস মুখি হইয়া পড়িয়াছেন। অনুরূপ তাহাদের একাংশ অয়েল ফেয়ার পার্টিতে যোগ দিয়াছেন । আবার অনেকে ক্যাম্পস ফ্রন্ট ও পপুলার ফ্রন্টে যোগ দিয়াছেন । মোটকথা, অনেকে অনেক দিক দিয়া ওহাবীদের এই সমস্ত নতুন নতুন জালে জড়াইয়া গিয়াছেন। যাহারা ওহাবীদের জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন তাহারা অধিকাংশ হানাফী ঘরের সন্তান । তাহাদের নিকট আমার আবেদন যে, এখন সময় রহিয়াছে আপনারা একবার চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখুন ।

আপনি হঠাৎ করিয়া নিজের মতপথকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছেন কেন ! মাযহাবের প্রতি ঘৃনা আসিয়া গিয়াছে কেন ! আপনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন সেই পথ কি আপনি নিজে যাঁচাই করিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, না কেহ আপনাকে যাঁচাই করিয়া দিয়াছেন ! আপনি যদি নিজের যাঁচাই অনুযায়ী নতুন পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই ভুল করিয়াছেন । আর যদি কেহ আপনাকে যাঁচাই করিয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাও ভুল হইয়াছে । কারণ, সরাসরি শরীয়াতকে যাঁচাই করিবার অধিকার আপনার নাই। আনুরূপ যে যে মাযহাবের মানুষ নয় সে সেই মাযহাব সম্পর্কে যাঁচাই করিবার অধিকার রাখিয়া থাকে না ।

আপনি হানাফী মাযহাব পরিত্যাগ করতঃ রাতারাতি আহলে হাদীস হইয়াছেন । এই জায়গায় আমার প্রশ্ন হইল যে, আপনি আহলে কোরয়ান না হইয়া আহলে হাদীস হইলেন কেন ? আগেতো হাদীস নয় । আগেতো কোরয়ান । এখানে আপনার নিকট থেকে শান্তি পুর্ন উত্তর পাইবো বলিয়া আমার আশা নাই । হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু থেকে আরম্ভ করিয়া কোন সাহাবা তো নিজেকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করেন নাই । আপনি তো এই প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সাহাবায় কিরামদিগের যুগে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হানাফী বলিয়া কিছুই ছিল না ।

আপনি নতুন ভাবে আহলে হাদীস হইয়া কেবল বোখারীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন কেন ? কথায় কথায় আপনার মুখ দিয়া বোখারীর কথা বাহির হইতেছে কেন ? আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি বোখারীর কথা কিছু বলিয়াছেন ? বোখারীর সমস্ত হাদীস কি সহী ? বোখারীর বয়স কত ? বোখারী কবে বাজারে বাহির হইয়াছে ? বোখারীর পূর্বে মানুষ কোন্ বোখারীকে মানিয়া চলিত ? বোখারীর পূর্বে কোন হাদীসের কিতাব ছিল কি না ? বোখারী ছাড়া কোন হাদীসের কিতাব রহিয়াছে কি না, এবং সেগুলি মানা চলিবে কি না ?

পীর পূজা আরম্ভ করিয়াছেন ?

আপনি পীর পূজা আরম্ভ করিয়াছেন ? নাউজু বিল্লাহ ! নাউজু বিল্লাহ ! লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! এককালে পীরগন ছিলেন পয়গম্বের প্রতিনিধি । আজও খুব স্বল্প সংখ্যক কামেল মুকাম্মাল মুর্শিদ-পীরগন পয়গম্বরের প্রতিনিধিত্ব করিয়া চলিয়াছেন । এপর্যন্ত আমাদের নিকট দ্বীন আসিয়াছে এই শ্রেনীর মুর্শিদগনের মাধ্যমে । কিন্তু দুঃখ্যের বিষয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ পীর হইয়াছেন শয়তানের শীষ্য বরং মানুষরুপী শয়তান । ইহারা না শরীয়তের ধারে কাছে দিয়া চলিয়া থাকে, না শরীয়ত সম্পর্কে কিছু অবগত রহিয়াছে। জাহেলের দল পীর না পীর সাজিয়া সমাজকে সর্বনাশ করিতেছে । আজ কাল অধিকাংশ পীর সাহেব মুরীদ মহলে নিজেদের ছবি ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে । মুরীদ মহলে যথা নিয়মে সকাল ও সন্ধায় যত্ন সহকারে ছবিগুলিতে ধূপ ধুনা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে । ফুলের মালাও পরানো হইতেছে এই ছবিগুলিতে । ফুল শুকাইয়া যাইবার সাথে সাথে ফুলের মালাও পরিবর্তন করা হইয়া থাকে । ইহা কি পীর পূজা নয় ? ইহা কি প্রতিমা পূজার নামান্তর নয় ? মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঠাকুর পূজা আসিতে আর কি বাকি থাকিল ? আপনি শয়তানের হাতে হাত দিয়া মনে করিতেছেন যে, আমি পীর ধরিয়াছি । আপনি যাহার হাতে হাত দিয়াছেন সে তো আদৌ পীর নয়, বরং মানবরূপী শয়তান । প্রকৃত পীরের হাতে হাত দিলে কখনই আপনি বেনামাজী থাকিতেন না । পীর তো তিনিই যাহাকে দেখিয়া আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের কথা মনে পড়িয়া যায় । আপনার পীর কেমন ? আপনার ভন্ড পীরকে দেখিয়া আজ বাতিল ফিরকার মানুষ ছিঃ ছিঃ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । তাহারা মুলতঃ পীরত্বকে অস্বীকার করিতেছে । বাতিল ফিরকা গুলির সমালোচনা থেকে পীরানে পীর দাস্তেগীর শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মহান মুর্শিদে কামেলকে বাঁচানো অসম্ভব হইয়া যাইতেছে । ইহার থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে !

আপনি যদি প্রকৃত মুসলমান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার এই ভন্ড পীরকে পরিত্যাগ করতঃ পীরের প্রদান করা ছবিকে পা দিয়া ফেলিয়া দিবেন এবং একজন কামেল মুকাম্মাল মুর্শিদ খুঁজিয়া নিবেন । যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রয়োজন নাই, নিজে নিজে নিয়ম মত নামাজ রোজা করিতে থাকুন ।

কামেল মুকাম্মাল মুর্শিদের লক্ষন হইল - (ক) শরীয়তের উপযুক্ত আলেম হইবেন যে, প্রয়োজনে মুরীদগনকে কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে মসলা বলিয়া দিবেন (খ) পীরের সিলসিলা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিক থাকিবে (গ) ফাসিকে মুলিন না হওয়া অর্থাৎ প্রকাশ্যে পাপের কাজ না করা (ঘ) সুন্নী সহীহুল আকীদাহ হওয়া । এই শর্তটি হইল প্রথম শর্ত ।

আপনার পীর সম্ভবতঃ দাড়ি চাঁচা ও সুট, সার্ট পরিধান করিয়া থাকে । না নিজে নামাজের পাবন্দ, না মুরিদকে নামাজের পাবন্দ হইবার জন্য বলিয়া থাকে । আবার মহিলা মুরীদদের দ্বারায় সরা সারি খিদমাতও গ্রহন করিয়া থাকে । নাউজু বিল্লাহ ! আহরে ! আপনি মজার ভন্ড পীরের মুরীদ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ।

হয় তো আপনি বলিবেন যে, আমার পীর সুট, সার্ট ও স্যান্ডগেন্জী গায়ে দিয়া থাকে না এবং দাঁড়ি রহিয়াছে । তবে আপনি ইহা অবশ্য অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তাহার দাড়ির দশ গুন লম্বা মেয়ে মানুষদের মত মাথায় লম্বা লম্বা চুল রহিয়াছে । উলামায় কিরাম যে সমস্ত পীরগনের হাতে ও পায়ে চুম্বন দিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে কাহারো কি এই প্রকার লম্বা কেশ্ কখনো দেখিয়াছেন ? লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! এখনো সময় রহিয়াছে, শয়তানের সঙ্গলাভ ত্যাগ করতঃ কামেল মুর্শিদ সন্ধান করিয়া নিবেন, তবেই আপনার ঈমান হিফাজত হইবে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুলতাখব চল্লিশ হাদীস

হাদীস - ১২

وذكر ابن سبع فى الخصائص ان حليمة قالت كنت اعطيه الثدى الايمن فيشرب منه ثم احوله الى الثدى الايسر فيابى ان يشرب قال بعضهم و ذلك من عدله لانه علم ان له شريكا فى الرضاعة.

হজরত হালীমা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লামকে ডান স্তন প্রদান করিতাম। তিনি তাহা পান করিতেন। অতপরঃ আমি তাহাকে বাম স্তনের দিকে ঘুরাইয়া দিতাম। তখন তিনি তাহা পান করিতে অস্বীকার করিতেন। কেহ বলিয়াছেন, ইহা হইল তাহার ইনসাফ। কারণ, তিনি জ্ঞাত ছিলেন যে, দুধ পানে তাহার একজন শরীক রহিয়াছে। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হাজার হাজার বার সুবহা নাল্লাহ ! এই ইনসাফের দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে কেহ দেখাইয়াছেন ! সুবহানাল্লাহ ! যাঁহার জন্মসূত্র হইল ইনসাফ থেকে শুরু তাহা হইলে তিনি পরবর্তী জীবনে কেমন ইনসাফ কায়েম করিয়া ছিলেন ! তাই কোরয়ান পাক ঘোষনা করিয়াছে - "إنك لعلى خلق عظيم" প্রিয় পয়গম্বর ! নিশ্চয় তুমি বড় আদর্শের উপরে রহিয়াছো।

হাদীস - ১৩

اخرج ابن عساكر و الحاكم فى تاريخ نيسابور عن ابن عمر قال كان خاتم النبوة على ظهر النبى ﷺ مثل البندقة من لحم مكتوب فيها باللحم محمد رسول الله.

হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিঠ মোবারকে বোন্দুকাহ বৃক্ষের ফলের ন্যায় মোহরে নবুয়াত ছিল। মাংসতে মাংস দ্বারা লেখা ছিল মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ! (ইবনো আসাকির, হাকিম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) এই হাদীসটি কিছু ভাষা পরিবর্তন হইয়া বিভিন্ন কিতাবে বর্নিত হইয়াছে। ইমাম বোখারী ও মোসলেম এই হাদীসটি বর্ননা করিয়াছেন।

(খ) মোহরে নবুওয়াত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্মের পূর্বে থেকে ছিল, না জন্মের পরে প্রদান করা হইয়াছে, এবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। একাংশের রায় হইল ইহা তাহার জন্মের পরে প্রদান করা হইয়াছে এবং ইন্তেকালের সময়ে উঠাইয়া নেওয়া হইয়া ছিল। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা)

(গ) আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীগনকে কেবল নবুওয়াত প্রদান করিয়াছেন কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নবুওয়াতের সাথে সাথে মোহরে নবুওয়াত বা নবুয়াতের শিল্ড দিয়া দিয়াছেন। ইহা থেকে যেন ইংগিত পাওয়া যাইতেছে, প্রিয় পয়গম্বর ! তোমার নবুওয়াতের সাথে সাথে মোহরে নবুয়াত প্রদান করা হইল। তুমি তোমার প্রয়োজন বোধে এই মোহর ব্যবহার করিয়া নিবে। তোমার এই শিল্ড বা মোহর যাহার উপরে থাকিবে তাহা হইবে শরীয়াত। বাস্তবে হুজুর পাক তাহাই করিয়াছেন। যেমন তিনি হজরত খোযাইমা আনসারীর সাক্ষকে দুই সাক্ষীর সমতুল্য করিয়া দিয়াছেন। হজরত ফাতিমা রাদী আল্লাহু আনহার হায়াতে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপ তিনি একজনের জন্য দুই অয়াক্তকে মাফ করিয়া তিন অয়াক্ত নামাজ করিয়া দিয়া ছিলেন। ইহার আরো বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ১৪

اخرج البيهقى عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ يرى بالليل فى الظلمة كمايرى بالنهار فى الضوء۔

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতের অন্ধকারে দেখিতেন যেমন দিবা লোকে দেখিতেন ।(বায়হাকী)

হাদীস - ১৫

واخرج الشيخان عن ابى هريرة ان رسول ﷺ قال هل ترون قبلتى هاهنا فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم انى لاراكم من وراظهرى۔

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কি ধারনা করিয়াছো যে, এখানেই আমার কিবলা । আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের রুকু ও তোমাদের সিজদা আমার নিকট গোপন থাকে না । নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আমার পিছন থেকে দেখিয়া থাকি । (বোখারী, মোসলেম)

হাদীস - ১৬

واخرج مسلم عن انس ان رسول الله ﷺ قال ايها الناس انى امامكم فلاتسبقونى بالركوع ولا بالسجود فانى اراكم من امامى ومن خلفى۔

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - মানুষগন ! নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমান । সূতরাং আমার পূর্বে তোমাদের রুকু ও সিজদা করিবে না । নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি আমার সামনে থেকে ও আমার পিছন থেকে ।(মোসলেম)

হাদীস - ১৭

واخرج ابو نعيم عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ انى لاراكم من وراظهرى۔

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমি আমার পিছন থেকে তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি । (আবু নাঈম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) উল্লেখিত হাদীসগুলির অর্থ বহনকারী আরো অনেকগুলি হাদীস রহিয়াছে । এই হাদীসগুলি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুজিযার মধ্যে গন্য ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতে ও দিনে সমান ভাবে দেখিতেন । অনুরূপ তিনি নামাজের অবস্থায় ও নামাজের বাহিরে সামনে ও পিছনে সমান ভাবে দেখিতেন ।

(গ) উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এই দর্শন কেবল রূপক অর্থে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে । একাংশ উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন যে, হুজুর পাকের পিছনে চক্ষু ছিল, যাহা দ্বারা তিনি স্থায়ী ভাবে পিছন দেখিতেন । একাংশ উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি চক্ষু ছিল । এই চক্ষুদয়কে কাপড় কিংবা কোন জিনিষ আড়াল করিতে পারিত না ।(খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস - ১৮

واخرج الدارمی والبزار و ابونعیم وابن عساکر عن ابی ذر قال قلت یارسول الله کیف علمت انک نبی وبماعلمت حتی استیقنت قال اتانی اتیان وانا ببطحاء مکة فوقع احدهما بالارض وکان الاخربین السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو هو قال فزنه برجل فوزننی برجل فوزننی برجل فرجحته قال زنه بعشرة فوزننی فرجحتهم قال زنه بمائة فوزننی فرجحتهم قال زنه بالف فوزننی فرجحتم ثم جعلوا یتساقطون علی من کفة المیزان.

হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কেমন করিয়া জানিয়াছেন যে, আপনি অবশ্যই নবী এবং কি প্রকারে সুনিশ্চিত হইয়াছেন? হুজুর পাক বলিয়াছেন, আমি মক্কার বাতহা নামক স্থানে ছিলাম। সেখানে আমার নিকটে দুই ব্যক্তি আসিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে একজন মাটিতে নামিয়াছেন এবং অন্যজন আসমান ও জমীনের মাঝখানে থাকিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে থেকে একে অন্যজনকে বলিয়াছেন, ইঁনিই কি সেই তিনিই? উত্তর দিয়াছেন, হ্যাঁ, ইঁনিই হইলেন সেই তিনি । তখন বলিয়াছেন, ইহাকে একজন মানুষের সহিত ওজন দাও । সুতরাং আমাকে একজন মানুষের সহিত ওজন দিলে আমি ভারি হইয়া গিয়াছি । আবার বলিয়াছেন , দশ জন ব্যক্তির সহিত ওজন দাও । সুতরাং দশজন ব্যক্তির সহিত আমাকে ওজন দিলে আমি ভারি হইয়া গিয়াছি । আবার বলিয়াছেন, একশত মানুষের সহিত ওজন দাও । সুতরাং আমাকে একশত মানুষের সহিত ওজন দিলে আমি ভারি হইয়া গিয়াছি । আবার বলিয়াছেন, এক হাজার মানুষের সহিত ওজন দাও । সুতরাং এক হাজার মানুষের সহিত আমাকে ওজন দেওয়া হইলে আমি তাহাদের থেকে ভারি হইয়া গিয়াছি । অতঃপর পাল্লা হাল্কা হইবার কারনে তাহারা আমার উপরে পড়িয়া যাইতেছিল। (দারমী, বাযযার, আবু নাঈম, ইবনো আসাকির, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীসটি কিছু ভাষা পরিবর্তন হইয়া মিশকাতের মধ্যে দারিমীর হাওলায় বর্নিত হইয়াছে "كانى انظر اليهم ينتثرون على من خفة الميزان" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যেন আমি তাহাদের দিকে লক্ষ করিতেছিলাম যে, তাহাদের পাল্লাটি হাল্কা হইবার কারনে আমার উপর পড়িয়া যাইবে । অনুরুপ হাদীস পাকের শেষাংশে বলা হইয়াছে "فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بامته لرجحها" তাহাদের মধ্যে একেঅন্যকে বলিয়াছেন, যদি তুমি তাহাকে তাঁহার সমস্ত উম্মাতের সহিত ওজন করিয়া দিতে, তবে তিনি অবশ্যই ভারি হইয়া যাইতেন। (মিশকাত ৫১৫ পৃষ্টা)

(খ) এই হাদীস থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁহার নবুওয়াতের খবর রাখিতেন ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বাশারীয়াত ও আমাদের বাশারীয়াতের মধ্যে আসমান ও জমীনের পার্থক্য। কারণ, হাদীস পাকে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত উম্মাতকে তাঁহার সহিত ওজন দিলে তিনি ভারী হইয়া যাইবেন। ফিরিশতাদয় তাঁহার যে ওজন দিয়া ছিলেন তাহা ছিল তাঁহার বাশারীয়াত বা দেহের ওজন। অন্যথায় হাকীকাতে মোহাম্মাদিয়ার ওজন সমস্ত মাখলুক অপেক্ষা বেশি।

হাদীস - ১৯

اخرج الترمذی وابن ماجة وابونعیم عن ابی ذر قال قال رسول الله ﷺ انی اری مالاترون واسمع مالاتسمعون.

হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি যাহা দেখিয়া থাকি, তোমরা তাহা দিখিয়া থাকো

pdf By Syed Mostafa Sakib

না এবং আমি যাহা শুনিয়া থাকি তোমরা তাহা শুনিয়া থাকো না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পাক থেকে স্পষ্ট প্রমান হইতেছে যে, নবুয়াতের চক্ষু ও কর্ন অসাধারন। উম্মাত যাহা না দেখিয়া থাকে, যাহা না শুনিয়া থাকে তাহা নবী দেখিয়া ও শুনিয়া থাকেন। এই কথায় প্রতিটি সাহাবা বিশ্বাসী ছিলেন। এই জন্য হুজুর পাকের কথার উপরে কেহ কোন প্রশ্ন করেন নাই যে, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনার চক্ষুদয় ও কর্নদয়তো আমাদের চক্ষুদয় ও কর্নদয়ের ন্যায়। তবে আপনি এই প্রকার দাবী করিতেছেন কেন ?

বর্তমান হাদীস পাকে কেবল বলা হইয়াছে, আমি যাহা দেখিয়া থাকি ও যাহা শ্রবন করিয়া থাকি তোমরা তাহা না দেখিয়া থাকো, না শুনিয়া থাকো। এখন একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইতেছে যাহাতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের কথাকে বাস্তব করিয়া দিয়াছেন। হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা বর্ননা করিয়াছেন -

"مر النبى ﷺ بقبرين فقال انهما ليعزبان وما يعذبان فى كبير اما احدهما فكان لا يستتره من البول وفى رواية لمسلم لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشى بالنمية ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما مالم ييبسا۔

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুইটি কবরের নিকট থাকে যাইবার সময়ে বলিয়াছেন, এই দুইটি কবরে অবশ্য আযাব হইতেছে। তবে কোন বড় গোনাহের কারনে নয়। ইহাদের মধ্যে একজন পেশাব থেকে পরদা করিত না। মুসলিম শরীফের বর্ননায় বলা হইয়াছে, পেশাব থেকে পবিত্রতা হাসেল করিত না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পরনিন্দা করিয়া চলিত। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়া দুই ভাগ করতঃ দুই কবরে একটি করিয়া পুঁথিয়া দিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি এইরুপ করিতেছেন কেন ? তিনি বলিয়াছেন, এইগুলি শুকাইয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের আযাব হাল্কা হইতে থাকিবে। (বোখারী,মোসলেম ও মিশকাত ৪২ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুইটি কবরের খবর দিয়াছেন যে, দুই জনের আয়াব হইতেছে। সাহাবায় কিরাম প্রশ্ন করেন নাই যে, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কেমন করিয়া আযাবের কথা বলিতেছেন ? ইহার কারন হইল যে, সাহাবায়ে কিরাম পূর্ন বিশ্বাসী ছিলেন যে, নবুওয়াতের নজরে যাহা দেখা যায় তাহা উম্মাতের নজরে দেখা সম্ভব নয়।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল আযাবের কথা বলেন নাই, বরং আযাবের কারণ গুলিও বলিয়া দিয়াছেন। অথচ যাহাদের আযাব হইতেছে তাহারা জাহিলিয়াতের যুগের মানুষ। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করেন নাই যে, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এই কবর বাসীরাতো বহু পূর্বের মানুষ। তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনি কেমন করিয়া অবগত ? কারণ, সাহাবায় কিরাম বিশ্বাসী ছিলেন যে, নবুওয়াতের নজর অতীত ও ভবিষ্যত দেখিয়া থাকে।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল আযাবের কথা বলিয়াদেন নাই, বরং আযাব প্রতিরোধ হইবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। এখনেও সাহাবায় কিরামদিগের কোন প্রশ্ন ছিলনা।

(ঘ) শুকনো ও তাজা সমস্ত জিনিষ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করিয়া থাকে কিন্তু তাজা জিনিষের তসবীহ পাঠে কবরের আযাব মাফ হইয়া থাকে। এইজন্য কবরের উপরে কাঁচা খেজুর শাখা দেওয়ার প্রচলন রহিয়াছে তাহা বর্তমান হাদীস থেকে প্রমানিত। সাহাবায় কিরামও কবরের উপরে খেজুর শাখা দিতে অসীয়াত করিতেন। যেমন বোখারী শরীফের মধ্যে বর্নিত হইয়াছে-

"ان بريدة بن الخصيب رض الله عنه اوصى بان يجعل فى قبره جريدتان"

হজরত বুরাইদা ইবনো খাসীব রাদী আল্লাহু আনহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহার কবরে দুইটি তাজা খেজুর শাখা দিতে অসীয়াত করিয়াছেন। অনুরূপ খাসায়েসে কোবরার মধ্যে আরো কিছু সাহাবার কথা বর্নিত হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের কবরে খেজুর শাখা দিতে অসীয়াত করিয়াছেন ।

(ঙ) একাংশ মালিকী আলেম বলিয়াছেন যে, দুইটি কবরে খেজুরের শাখা দেওয়ার কারনে যে আযাব হাল্কা হইয়াছে কিংবা একেবারে মাফ হইয়া গিয়াছে তাহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দুয়ায় ও তাঁহার পবিত্র হাতের বর্কাতে । কিন্তু আমাদের উলামায়ে কিরাম দিগের নিকটে কবরে খেজুরের শাখা দেওয়া মুস্তাহাব । আল্লামা শামী রদ্দুল মোহতারের মধ্যে আযাব হাল্কা হইবার কারণ বলিয়াছেন যে, তাজা জিনিষের তাসবীহ পাঠ । এই জন্য হাদীস পাকে খেজুরের শাখা গুলি শুকাইয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে যে, যতদিন না শুকাইয়া যাইবে ততো দিন আযাব হাল্লা হইতে থাকিবে । কারণ, তাজা জিনিষের মধ্যে এক প্রকারের হায়াত থাকে ।

হাদীস - ২০

اخرج ابونعيم فى (الحلية) وابن عساكر عن وهب بن منبه قال قرأت احدا وسبعين كتابا فوجدت فى جميعها ان الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل فى جنب عقل محمد ﷺ الا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا وان محمد ﷺ ارجح الناس عقلا وارجحهم رأيا.

হজরত ওহাব ইবনো মুনাব্বাহ বলিয়াছেন, আমি একাত্তরখানা কিতাব পাঠ করিয়াছি । আমি সমস্ত কিতাবে পাইয়াছি, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষের যে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা দুনিয়ার সমস্ত বালি কনার মধ্যে একটি বালু কোনার ন্যায় । নিশ্চয় মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মানুষের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী ও সব চাইতে বেশি দুরদর্শী । (আবু নাঈম, ইবনো আসাকীর ও খাসয়েসে কুবরা প্রথম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত দুনিয়ার মানুষের আকল বা জ্ঞান একজন নবীর জ্ঞানের তুলনায় এক বিন্দু মাত্র । সমস্ত নবীর জ্ঞান হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞানের তুলনায় এক বিন্দু মাত্র । তাহার জ্ঞানের সীমা মাপ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয় ।

হাদীস - ২১

واخرج البزار وابويعلى عن انس قال كان رسول الله ﷺ اذا مر فى طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله ﷺ من هذا الطريق.

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারার কোন রাস্তা দিয়া অতিক্রম করিতেন, তখন সাহাবায় কিরাম তাঁহার সুগন্ধ অনুভব করতঃ বলিতেন যে, এই রাস্তা দিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অতিক্রম করিয়াছেন। (বায্যার, আবু ইয়া লা, খাসায়েসে কোবরা, প্রথম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দারিমী শরীফের মধ্যে হজরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্নিত হইয়াছে - "كان رسول الله ﷺ يعرف بالليل بريح الطيب" রাতের অন্ধকারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে চিনিতে পারা যাইত তাঁহার সুগন্ধে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, এই সুগন্ধ তাঁহার ব্যবহারিক সুগন্ধ ছিলনা, বরং ইহা ছিল তাঁহার দৈহিক সুগন্ধ । যেমন হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত হাদীস পাকে বলা হইয়াছে - "وكان عرقه فى وجهه مثل اللؤلؤ" হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুখমন্ডলে ঘাম মুক্তার ন্যায় থাকিতো, اطيب من المسك الاذفر

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহা মুশকে আম্বার অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময় । (আবু নাঈম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা) অনুরূপ আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিতে হাদীসে বলা হইয়াছে, এক বাক্তি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়া তাহার কন্যার বিবাহের জন্য সাহায্য চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন আমার নিকটে একটি পাত্র নিয়ে এসো । অতঃপর তিনি সেই পাত্রে তাঁহার ঘাম মুবারক ফেলিয়া দিয়া বলিলেন - ইহা তোমার কন্যাকে ব্যবহার করিতে বলিবে । সূতরাং যখন এই ঘাম ব্যবহার করিত তখন সমস্ত মদীনা বাসীরা সুগন্ধ অনুভব করিতো । মদীনা বাসীরা এই বাড়িটিকে নাম দিয়া ছিল'বায়তুল মুত্বাইয়েবীন' অর্থাৎ সুগন্ধের ঘর । (খাসায়েসে কোবরা, প্রথম খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

হাদীস - ২২

اخرج ابن ابى خيثمة فى تاريخه والبيهقى و ابن عساكر عن عائشة قالت لم يكن رسول الله ﷺ بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد وكان ينسب الى الربعة اذ امشى وحده ولم يكن على حال يماشيه احد من الناس ينسب الى الطول الا طاله رسول الله ﷺ ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فاذا فارقاه نسب رسول الله ﷺ الى الربعة.

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম না খুব লম্বা ছিলেন, না খুব বেঁটে ছিলেন । যখন তিনি একা চলিতেন তখন তাঁহাকে মধ্যম সাইজ মনে হইতো । তিনি এক অবস্থায় থাকিতেন না। যখন কোন লম্বা মনুষ তাঁহার সঙ্গে চলিত তখন তিনি তাঁহার থেকে লম্বা হইয়া যাইতেন । অধিকাংশ সময়ে দুই জন লম্বা মানুষ তাঁহার পাশে দাঁড়াইলে তিনি তাহাদের থেকে লম্বা হইয়া যাইতেন । আবার তাহারা পৃথক হইয়া গেলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মধ্যম সাইজ বলা হইত । (বায়হাকী, ইবনো আসাকীর,খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুবহানাল্লাহ ! হাজার হাজার বার সুবহানাল্লাহ ! ইহাতো এক আশ্চর্য গঠন ! এই দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে। মহান আল্লাহ পাক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে কুদরতী দেহ দান করিয়াছেন । পাঁচ ফুট মানুষের পাসে সাড়ে পাঁচ ফুট মানুষ দাঁড়াইলে দুইজন কখনই সমান হইবে না । মানুষ যখন পূর্ন বয়সে পৌঁছাইয়া যায় তখন সে আর উপরের দিকে উচুঁ হইয়া থাকে না, বরং এক সূত দুই সূত করিয়া কমিতে থাকে । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দেহ মুবারাক সম্পূর্ন স্বতন্ত্র । দুনিয়ার কোন লম্বা মানুষ তাঁহার পাশে আসিলেই সবার থেকে তিনিই উঁচু । আবার একা থাকিলে মধ্যম সাইজের হইয়া থাকেন । ইহা কেমন করিয়া । এই রহস্য কে বুঝিবে ?

হাদীস - ২৩

اخرج الحكيم الترمذى عن ذكوان ان رسول الله ﷺ لم يكن يرى له ظل فى شمس ولا قمر.

হজরত যাকওয়ানা হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া না সূর্যে দেখা যাইত এবং না চন্দ্রে দেখা যাইত । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পাক থেকে পরিস্কার জানা যাইতেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বাশারিয়াত বা দৈহিক অবস্থা এক অসাধারন যে, চন্দ্র অথবা সূর্যে তাঁহার ছায়া পড়িত না । এই হাদীস ইংগিত বহন করিয়া থাকে যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যদিও বাশার ছিলেন কিন্তু হাকীকাতে তিনি ছিলেন নূর । তাঁহার নূরানীয়াত বাশারিয়াতের উপর প্রভাব ফেলিয়া দিয়া ছিলো । এই জন্য তিনি ছায়া বিহীন ছিলেন । শেষ কথায় বলা হইবে যে, তিনি বাশার কিন্তু আম বাশার নয় । আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দেহের সাথে সাথে তাঁহার দেহের ছায়ার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন যে, ছায়াকে মাটিতে পড়িতে দেন নাই । বরং পবিত্র দেহের ছায়া পবিত্র দেহেয়ের উপর রাখিয়া দিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) আবুল বাশার, ডাক বাংলা, বড়ুঞা, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

একজন মানুষ লটারী কাটিয়া বার লক্ষ টাকা পাইয়াছে। লোকটি এক লক্ষ টাকা মসজিদে দান করিতে চাহিতেছে। তাহার এই দান নেওয়া জায়েজ হইবে?

উত্তর - والله الموفق والمعين লটারী কাটা হারাম। কারণ, ইহার মধ্যে হার জিত রহিয়াছে। মুসলামানের একটি পয়সা ক্ষতি হইয়া যাওয়াকে ইসলাম কখনই সমর্থন করিয়া থাকেনা। এই রকম কাজ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের দুরে থাকা একান্ত জরুরি। তবে যে ব্যক্তি লটারী কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং টাকা পাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য এই টাকা হালাল। কারণ, হারবী কাফেরের মাল কোন প্রকারে চুক্তির মাধ্যমে চলিয়া আসিলে তাহা নেওয়া হালাল হইবে। যেমন হিদাইয়া কিতাবে বলা হইয়াছে -

ولنا قوله عليه السلام لاربوى بين المسلم والحربى فى دار الحرب ولان مالهم مباح فى دارهم فباى طريق اخذه المسلم اخذ مالا مباحا اذا لم يكن فيه غدر.

আমাদের দলীল হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বানী - মুসলমান ও হারবী কাফেরের মাঝে সূদ বলিয়া কিছুই নাই। এবং এই জন্য যে, তাহাদের মাল হইল হালাল। সুতরাং যে কোন পন্থায় কাফেরের মাল বা সম্পদ মুসলমান গ্রহন করিলে তাহা হালাল হইবে, যদি তাহাতে কোন প্রকার ধোকাবাজী না থাকে। প্রকাশ থাকে যে, নিজের হালাল টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় দান করা হালাল ও সাওয়াবের কাজ।

والله تعالى اعلم

(২) আনীসুর রহমান, ভাতার - বর্ধমান।

হুজুর! আমার একটি প্রশ্ন যে, সমস্ত কাফেরদের কি হারামজাদা বলা যাইবে? তাহাদের বিবাহ তো শরীয়াত মোতাবেক হইয়া থাকে না।

উত্তর - والله الموفق والمعين কাফেরদের হারামজাদা বলা যাইবে না। কারণ, তাহাদের নিজেদের মধ্যে যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা বৈধ। সূতরাং তাহাদের সন্তানাদি হালাল। হারামী সন্তানাদি পিতার আওলাদ হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সন্তানাদি দিগকে তাহদের আওলাদ বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন - ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহাদের সম্পদ ও সন্তানাদি তাহাদিগকে আল্লাহর (আযাব) থেকে কিছু বাঁচাইতে পারিবে না। (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত নাম্বার ১০) কাফেরদের বিবাহ অবৈধ হইলে বাচ্চাগুলিকে আওলাদ বলা হইতো না।

والله تعالى اعلم

(৩) মোহাম্মাদ উযাইর, (আহলে হাদীস) সালুয়া, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ। হুজুর! আল্লাহর পাশে মোহাম্মাদ লেখা চলিবে? আমাদের আলেমগন বলিয়া থাকে, এইরূপ লেখা জায়েজ নয়।

উত্তর - والله الموفق والمعين স্নেহের উযাইর! কে না জানে যে, প্রত্যেকেই নিজের সব চাইতে প্রিয়জনকে নিজের নিকটে রাখিয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালার নিকটে সৃষ্টির মধ্যে কে সব চাইতে বেশি প্রিয়? এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত দুনিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য যে, হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নিকটে সব চাইতে প্রিয়। তবে তাহার পাশে তাঁহাকে রাখিলে দোষ হইবে কেন? ইসলামের মুল মন্ত্রে তো আল্লাহ ও তাহার রসূল পাশা পাশি রহিয়াছেন - لا اله الا الله محمد رسول الله উযাইর খুব ভাল করিয়া লক্ষ করিয়া দেখো! আল্লাহ الله ও মোহাম্মাদ محمد শব্দ দুইটি কেমন পাশাপাশি রহিয়াছে। তোমাদের আলেমদের এই কালেমার কথা স্মরন করিয়া দিবে। আশা করি তাহারা নিরুত্তর হইয়া যাইবে।

والله تعالى اعلم

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) মাওলানা সাদ্দাম হোসাইন, লক্ষীপুর, ইটাহার - দিনাজপুর ।

আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন । আমাদের গ্রামের মানুষ আপনার নিকট জানিতে চাহিতেছে ।

(ক) মানুষকে দাফন করিবার পর কুলখানী করা এবং হাত উঠাইয়া দোয়া করা জায়েজ কি না ?

(খ) কবরে আজান দেওয়া জায়েজ কি না ?

(গ) লা - মাযহাবীদের বিয়ে পড়ানো সুন্নী আলেমদের জন্য জায়েজ হইবে কি না ?

(ঘ) সাত নামে কুরবানী জায়েজ হইবে কি না ?

(ঙ) জমি বন্দক দেওয়া নেওয়া জায়েজ কি না ?

(চ) মাজারে চাদর চড়ানো জায়েজ কি না ?

উত্তর - و الله الموفق و المعين (ক) কুলখানী ও কোরয়ানখানী করিবার অর্থ হইল কোরয়ান পাক থেকে কিছু সূরাহ পাঠ করতঃ মুর্দার জন্য সাওয়াব রেসানী করা । ইহা নাজায়েজ হইবার কোন কারন নাই । কারণ, হাদীস পাকে ইহার প্রেরনা দেওয়া হইয়াছে । যেমন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

قال رسول الله ﷺ ما الميت فى القبر الا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب اوام اواخ او صديق فاذا لحق كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله تعالى ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم.

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, কবরে মুর্দার অবস্থা সাহায্য প্রার্থনাকারী ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। সে তাহার পিতা মাতা, ভাই ও বন্ধুর দোয়ার অপেক্ষা করিয়া থাকে । যখন তাহার নিকটে দোয়া পৌঁছিয়া যায়, তখন ইহা তাহার নিকট সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকে । আল্লাহ তায়ালা জমীনবাসীদের দোয়া কবরবাসীদের নিকট পাহাড় গুলির ন্যায় পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন এবং মুর্দাদের নিকট জীবিতদের উপঢৌকন হইল তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করা। (মিশকাত)

সাধারনতঃ দোয়া বলিতে হাত উঠাইয়া দোয়া করা । ইহা কোন দোষের কাজ নয় ।

(খ) দাফনের পরে কবরের নিকট আজান দেওয়া মুস্তাহাব । ইহাতে বহু উপকার রহিয়াছে এবং এই মসলাটি বহু পুরাতন । এবিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা - 'দাফনের পরে' কিতাবটি পাঠ করিবেন ।

(গ) সুন্নী আলেমদের জন্য কোন বাতিল ফিরকার বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া জায়েজ নয় ।

(ঘ) একটি বড় পশুতে এক থেকে সাত জন ব্যক্তির কোরবানী করা জায়েজ রহিয়াছে ।

(ঙ) জমি বন্ধক দেওয়া নেওয়া জায়েজ নয় । জায়েজ হইবার জন্য যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা অবলম্বন করা সম্ভব নয় । তাহা এইরুপ - জমির মালিক বন্দক গ্রহিতার নামে জমি বিক্রয় কোবলা দলিল করিয়া দিবে । ইহার সাথে সাথে আর একটি দলীল হইবে যে, জমির মালিক যথা সময়ে টাকা পরিশোধ করিলে জমি মালিকের হইয়া যাইবে ।

(চ) সাধারন মানুষের কবর ও অউলিয়ায় কিরাম দিগের কবরের মধ্যে পার্থক্য করিবার জন্য চাদর দেওয়া জায়েজ । রদ্দুল মোহতার ও তাফসীরে রূহুল বাইয়ানের মধ্যে মাজারে চাদর দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে ।

والله تعالى اعلم

(৫) হুজুর ! আমি নদীয়ার বেতাই বাজার থেকে বলিতেছি । আপনার পত্রিকায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিবেন । আমার প্রশ্ন হইল যে, নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখন কোথায় নজর রাখিতে হইবে, তাহা হাওয়ালা সহ বলিয়া দিবেন।

উত্তর - و الله الموفق و المعين দুর্রে মুখতারের মধ্যে বলা হইয়াছে -

نظره الى موضع سجوده حال قيامه والى ظهر قدميه حال ركوعه والى ارنبة حال سجوده والى حجره حال قعوده والى منكبه الايمن والايسر عند التسليمة الاولى و الثانية لتحصيل الخشوع.

কিয়াম বা দাঁড়ানোর অবস্থায় সিজদার স্থানে, রুকুর অবস্থায় দুই পায়ের পিঠের উপরে, সিজদার অবস্থায় নাকের নাথনার দিকে, বৈঠকের অবস্থায় কোলের দিকে, প্রথমবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালাম করিবার সময় ডান কাঁধের দিকে এবং দ্বিতীয়বারে সালাম করিবার সময় বাম কাঁধের দিকে। ইহাতে একাগ্রতা হাসেল হইয়া থাকে। واللہ تعالی اعلم

(৬) শামসুল আলাম, তেহট্ট - নদীয়া।

ছাগল কিংবা গরুর যে খাসি করিয়া দেওয়া হয় তাহা জায়েজ কি না ?

উত্তর - واللہ الموفق و المعین গরু, ছাগল, ইত্যাদির খাসি করিয়া দেওয়া জায়েজ। কারন, ইহার মধ্যে উপকার রহিয়াছে। ইহাতে পশু মোটা তাজা হইয়া থাকে এবং মাংস হইয়া থাকে সুস্বাদু। যেমন আল জাওহারাতুন্ নাইয়ারার মধ্যে বলা হইয়াছে - لانه يفعل للنفع لان الدابة تسمن ويطيب لحمها بذلك -

খাসী করা হইয়া থাকে উপকারের জন্য। কারন, পশু মোটা হইয়া থাকে এবং মাংস সুস্বাদু হইয়া থাকে।

واللہ تعالی اعلم

(৭) হুজুর ! আমি উত্তর দিনাজপুর ইটাহার হইতে একজন ছাত্র বলিতেছি। কোন বাচ্চা পুত্র সন্তানের গলায় সোনার চেন পরানো জায়েজ কি না ?

উত্তর - واللہ الموفق و المعین কুদুরী কিতাবে বলা হইয়াছে - يكره ان يلبس الصبى الذهب و الحرير - বাচ্চাকে সোনা ও রেশম পরিধান করানো মাকরূহ। ইহার ব্যাখ্যায় 'আল জাওহরাতুন্ নাইয়ারা'র মধ্যে বলা হইয়াছে - قال الخجندى و الاثم على من البسه ذلك لانه لما حرم اللبس حرم الالباس كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه -

যে ব্যক্তি সোনা ও রেশম পরিধান করাইবে তাহার গোনাহ হইবে। কারন, যখন পরিধান করা হারাম তখন পরিধান করানোও হারাম, যেমন শারাব (মদ) পান করা হারাম তেমন উহা পান করানো হারাম।

واللہ تعالی اعلم

(৮) মাওলানা বজলে আহমাদ কালিমী, মুরারই - বীরভুম।

হুজুর ! হজরত উম্মে আয়মান রাদী আল্লাহু আনহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র পেশাব যে পান করিয়া ছিলেন তাহা কোন্ কিতাবে রহিয়াছে বলিয়া দিবেন এবং বোখারীতে নাই কেন তাহাও অনেকের প্রশ্ন।

উত্তর - واللہ الموفق و المعین বোখারীর মধ্যে সমস্ত হাদীস খুঁজিতে যাওয়া বোকামী ব্যতিত কিছুই নয়। বরং সমস্ত হাদীস বোখারীর মধ্যে খুঁজিতে যাওয়া গোমারহী। এই গোমরাহীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে আমাদের দেশের তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়। ইহারা কথায় কথায় বোখরী খুঁজিয়া থাকে। এক কিতাবে সমস্ত হাদীস থাকা সম্ভব নয়। যেহেতু বোখারী শরীফ খাস করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জীবনের উপর লেখা হয় নাই। বরং নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের উপরে শাফয়ী মাযহাব অনুযায়ী লেখা হইয়াছে। সুতরাং সেখানে এই প্রকার হাদীসগুলি যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মানা যাইবে না এমন কথা নয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র পেশাব পান করিবার হাদীস অনেক কিতাবে বর্নিত হইয়াছে। আমি এখানে কেবল দুইটি কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি।

(ক) আবু নাঈম ইসপেহানীর দালায়েলুন্ নবুওয়াত ৩৮০ পৃষ্ঠায় বর্নিত হইয়াছে -

حدثنا احمد بن سليمان قال ثنا الحسن بن اسحاق ثنا عثمان بن ابى شيبة قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا ابو مالك النخعى عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزى عن ام ايمن قالت قام رسول الله ﷺ من الليل الى فخارة فى جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وانا عطشانة فشربت مافيها وانا لا أشعر فلما اصبح النبى ﷺ قال يا ام ايمن قومى فاهريقى مافى تلك الفخارة قلت قد والله ماشربت فيها قالت فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه ثم قال أما انك لا تتجعين بطنك بدا -

হজরত উম্মে আয়মান রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, এক রাতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি কাঠের পাত্রে পেশাব করিয়াছেন। পাত্রটি ছিল ঘরের এক সাইডে। আমি রাতে উঠিয়াছি এবং আমি পিপাষু ছিলাম। সুতরাং পাত্রে যাহা ছিল আমি পান করিয়াছি কিন্তু আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুঝিতে পারি নাই। অতঃপর সকালে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - উম্মে আয়মান ! পাত্রে যাহা রহিয়াছে তাহা ফেলিয়া দিয়া এসো । তখন আমি বলিলাম- আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তাহা পান করিয়া নিয়াছি । উম্মে আয়মান বলিয়াছেন, (ইহা শ্রবন করতঃ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এমনই হাঁসিয়াছেন যে, তাঁহার দাঁত মুবারকের মাড়িগুলি জাহির হইয়া গিয়াছে । তার পর তিনি বলিয়াছেন- নিশ্চয় কখনো তোমার পেটের অসুখ হইবে না ।

(খ) ইমাম জালালুদ্দীন সীউত্বী খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ডে ৭১ পৃষ্ঠায় বর্ননা করিয়াছেন -

اخرج الحسن بن سفيان فى مسنده و ابو يعلى و الحاكم و الدار قطنى و ابو نعيم عن ام ايمن قالت قام النبى ﷺ من الليل الى فخارة فى جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل و انا عطشانة فشربت مافيها فلما اصبح اخبرته فضحك و قال انك لن تشتكى بطنك بعديومك هذا ابدا۔

হজরত উম্মে আয়মান বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতে উঠিয়া একটি পাত্রে পেশাব করিয়াছেন । যে পাত্রটি ছিল ঘরের একটি সাইডে । আমি রাতে পিপাষাবস্থায় উঠিয়া তাহা পান করিয়া নিয়াছি । সকালে আমি ইহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিয়াছি । তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছেন - নিশ্চয় আজ থেকে তোমার আর কোন দিন পেটের অসুখ হইবে না ।

আমার হাতে সময়ের অভাব । অন্যথায় আরো কয়েক খানা কিতাব থেকে এই হাদীসগুলি দেখাইয়া দিতাম ।

واللہ تعالی اعلم

(৯) মাওলানা মাঈনুদ্দীন রেজবী, ডিহা, নলহাটি - বীরভুম।

হুজুর ! যদি ইমামের আগে মুক্তাদীর তাশাহুদ পাঠ করা হইয়া যায় এবং সালাম ফিরাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নামাজ হইবে কি না ? দয়া করিয়া কোন কিতাবের ইবারত দিয়া বলিয়া দিবেন ।

উত্তর - واللہ الموفق و المعين ইমামের পুর্বে মুক্তাদী তাশাহদ থেকে ফারেগ হইয়া গেলে যদি সালাম ফিরাইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নামাজ হইয়া যাইবে । যেমন আল জাওহারাতুন্ নাইয়ারার মধ্যে বলা হইয়াছে - قال فى المحيط لو فرغ المقتدى قبل فراغ الامام فسلم او تكلم فصلاته تامة۔

মুহীত কিতাবের মধ্যে বলিয়াছেন, যদি ইমামের পূর্বে মুক্তাদী (তাশাহহুদ থেকে) ফারিগ হইয়া যায় এবং সালাম ফিরাইয়া থাকে অথবা কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নামাজ হইবে মুকাম্মাল।

واللہ تعالی اعلم

(১০) মাওলানা রাকীব আলাম, রাজমহল - ঝারখন্ড।

হজরত ! তাকবীরে তাহরীমা কোনটি ? হাত উঠানো, না আল্লাহু আকবার বলা ? হাত কখন উঠাইতে হইবে ? আল্লাহু আকবার বলিবার আগে না পরে ?

উত্তর - واللہ الموفق و المعين হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে تحريمها التكبير তাকবীরই হইল নামাজের তাহরীমাহ । সব চাইতে সহী মতে আল্লাহু আকবার বলিবার পূর্বে হাত উঠাইতে হইবে । যেমন হিদাইয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে - والاصح انه يرفع يديه اولا

সব চাইতে সহী হইল যে, মুসাল্লী প্রথমে তাহার দুই হাত উঠাইবে ।

واللہ تعالی اعلم

(১১) মোহাম্মাদ উমার ফারুক, নাকাসীপাড়া, নদীয়া ।

মহিলাগন তাকবীরে তাহরীমার সময়ে হাত কতো দুর উঠাবে ? এবিষয়ে হানাফী ফারাজী মহীলাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রহিয়াছে কি না ?

উত্তর - واللہ الموفق و المعين মহিলাগন কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইবে । মহিলাদের হাত উঠাইবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই । হিদাইয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে - والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها وهو الصحيح لانه استر لها۔

মহিলাগন নিজ হাত কাঁধ বরাবর উঠাইবে, ইহা হইল সঠিক। কারন, ইহাতে মহিলাদিগের বেশি পরদা রহিয়াছে ।

واللہ تعالی اعلم

(১২) আশেকুর রহমান, নিউ জলপাইগুড়ি ।

হস্তমৈথুন করা কেমন গোনাহ হইবে ? যাহা বলিবেন হাদীসের আলোকে বলিবেন ।

উত্তর - واللہ الموفق و المعين হস্তমৈথুন করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কঠিন হারাম। হাদীস পাকে বলা হইয়াছে - قال النبی ﷺ ناکح الیدملعون - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, হাতের সঙ্গে সঙ্গমকারী অভিশপ্ত। হজরত আত্বা বলিয়াছেন - سمعت قومایحشرون وایدیهم حبالی - আমি শুনিয়াছি, হাশর প্রান্তে একদল মানুষের হাত গর্ভবতী রমনীদের পেটের ন্যায় ফোলা অবস্থায় উঠানো হইবে। (তাফসীরে নাঈমী খন্ড ১৮ পৃষ্ঠা ৫৮)

واللہ تعالی اعلم

(১৩) শামীম আখতার, হায়লা কান্দী, আসাম।

যদি কোন খুব বাচ্চা মেয়ে মরিয়া যায়, তাহা হইলে পুরুষ মানুষ গোসল দিতে পারিবে কি না ?

উত্তর - واللہ الموفق والمعین - মুর্দা একেবারে বাচ্চা ছেলে কিংবা মেয়ে হইলে পুরুষ ও মহিলা সবাই গোসল দিতে পারিবে। যেমন ফতওয়া আলমগিরীতে বলা হইয়াছে - ان کان المیت صغیرا لایشتهی جاز ان یغسله النساء وکذا اذا کانت صغیرة لاتشتهی جاز للرجال غسلها -

যদি মুর্দা একেবারে বাচ্চা হয় যে, তাহার কামোত্তেজনা আসে নাই, তাহা হইলে তাহার গোসল দেওয়া রমনীগনের জন্য জায়েজ। অনুরূপ যখন মুর্দা একেবারে বালিকা হইবে যে, তাহার মধ্যে কামোত্তেজনা আসে নাই, তাহা হইলে তাহাকে গোসল দেওয়া পুরুষগনের জন্য জায়েজ।

واللہ تعالی اعلم

(১৪) আবুল কালাম, মোথাবাড়ি - মালদা।

একটি লোক তাহার স্ত্রী থাকা সত্বেও স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করিয়া নিয়াছে। ইহার ফায়সালা কি হইবে ? দয়া করিয়া কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দিবেন।

উত্তর - واللہ الموفق والمعین - দুই বোনকে বিবাহ সূত্রে একত্রিত করা কঠিন হারাম। এমনকি একজনের ইদ্দাতের মধ্যে অন্যজনের বিবাহ করাও হারাম। যে লোকটি নিজের স্ত্রী থাকা সত্বেও স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করিয়াছে তাহার জন্য তাহার স্ত্রীও হারাম হইয়া গিয়াছে। দুই জনের মধ্যে কোন একজনকে অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথায় তাহাকে বয়কট করতঃ সমাজ থেকে পৃথক রাখিতে হইবে। শরেহ বিকাইয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে - والجمع بین الاختین نکاحا وعدة - বিবাহ সুত্রে অথবা ইদ্দাতের মধ্যে দুই বোনকে একত্রিত করা হারাম।

واللہ تعالی اعلم

(১৫) মাওলানা আনওয়ারুল ইসলাম, দুবরাজপুর, বীরভুম।

কোন ব্যক্তি ই'তেকাফ অবস্থায় কি জানাজা পড়িবার জন্য মসজিদ থেকে বাহির হইতে পারিবে ? দয়া করিয়া কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দিবেন।

উত্তর - واللہ الموفق والمعین - অকারনে ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বাহির হইলে ই'তেকাফ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যেহেতু জানাজার নামাজ ফরজে কিফাইয়া। এই কারনে ই'তেকাফ কারীর যাইবার প্রয়োজন নাই। তবে হ্যাঁ, জানাজা পড়িবার কেহ না থাকিলে; তাহা হইলে বাহির হইতে পারিবে। যেমন আল জাওহারাতুন নাইয়ারাহ প্রথম খন্ডে ই'তেকাফ অধ্যায়ে ২১৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - ولا یخرج لعیاده المریض ولا لصلوة الجنازة اذاکان معها غیره فان لم یکن جاز الخروج بمقدارالدفن -

ই'তেকাফকারী কোন রুগীকে দেখিবার জন্য বাহির হইতে পারিবে না। অনুরূপ জানাজার সহিত অন্য কেহ থাকিলে সে জানাজার নামাজের জন্য বাহির হইতে পারিবে না। তবে কেহ না থাকিলে দাফনের সময় পর্যন্ত বাহির হওয়া জায়েজ।

واللہ تعالی اعلم

(১৬) কাবীরুল ইসলাম, ফুটিসাঁকো - বর্ধমান।

সর্ব প্রথম জান্নাতে কাহারা যাইবে ? কোন কিতাবের হাওয়ালা দিয়া দিবেন।

উত্তর - واللہ الموفق والمعین - সর্ব প্রথম জান্নাতে যাইবেন নবীগন। যেমন মুসনাদুল ফিরদাউস কিতাবের প্রথম খন্ডে ২৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস বর্নিত হইয়াছে -

اول من یدخل الجنة الانبیاء ثم مؤذنو الکعبة ثم مؤذنو بیت المقدس ثم مؤذنو مسجدی هذا ثم سائر المؤذنین علی قدر اعمالهم -

pdf By Syed Mostafa Sakib

সর্বপ্রথম নবীগন জান্নাতে প্রবেশ করিবেন। তারপর কাবা শরীফের মুয়াজ্জিনগন। তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসের মুয়াজ্জিনগন। তারপর আমার এই মসজিদের মুয়াজ্জিনগন। তারপর সমস্ত মসজিদের মুয়াজ্জিনগন নিজ নিজ আমল অনুযায়ী।

والله تعالى اعلم

(২৬) শাফীউল্লাহ, ভাতার, বর্ধমান।

প্রতিবেশি বলিতে কাহাদিগকে ধরা হইবে ? গ্রামের সমস্ত মানুষ কি প্রতিবেশির পর্যায় পড়িবে ?

উত্তর - والله الموفق والمعين সমস্ত গ্রামবাসী প্রতিবেশি বলিয়া গন্য নয়। মুসনাদুল ফিরদাউস দ্বিতীয় খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠায় হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে - الجار ستون دارا عن يمينه وستون دارا عن يساره ستون دارا من خلفه و ستون من قدامه.

মানুষের প্রতিবেশি হইল তাহার ডান দিক ও বাম দিক এবং তাহার পিছনে ও সামনে ষাটটি করিয়া বাড়ি।

والله تعالى اعلم

(২৭) আনওয়ারুল ইসলাম, আগরতলা - ত্রিপুরা।

হুজুর ! আপনি একবার আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। জানি না আর কোন দিন দেখিতে পাইবো কিনা ? আমার একটি প্রশ্ন - কবরে কেহ কোন ইবাদাত করিতে পারিবে কি না এবং তাহাতে সাওয়াব পাইবে কি না ?

উত্তর - والله الموفق والمعين দুনিয়া হইল দারুল আমাল বা ইবাদাত উপাসনা করিবার স্থান। কবরে না কোন ইবাদাত রহিয়াছে, না আম ভাবে কবরে সবাই নামাজ পড়িয়া থাকে। অবশ্য কিছু কিছু খাস ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন। যেমন শারহুস্ সুদুর কিতাবের মধ্যে হজরত সাবেত বান্নানী রহমা তুল্লাহি আলাইহির কথা বর্নিত হইয়াছে যে, তাহার দাফনের পর কবর থেকে কোরয়ান তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা গিয়াছিল। অতপরঃ তাহার কবরের একটি কোনা ফাটিয়া গেলে দেখা গিয়াছিল যে, তিনি নামাজের অবস্থা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যাইহোক, হজরত ইউসুফ নাবহানী আলাইহির রহমাহ হজরত সাবেত বান্নানীর ঘটনাকে উল্লেখ করতঃ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছেন

ان هناك اعمالا ولا ثواب فيها.

সেখানে(কবরে) আমাল রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে সাওয়াব নাই। (জামেউল কারামাতিল আউলিয়া প্রথম খন্ড ৫০৬ পৃষ্ঠা)

والله تعالى اعلم

(২৮) হুজুর ! আমি কালিয়াচক থেকে সেই মহিলা বলিতেছি, যে মাঝে মধ্যে আপনার নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকি। আল্লাহর রসুলের কি কোন সময় নামাজ কাজা হইয়া ছিল ? আমি মনে করিয়া থাকি যে, তাঁহার জীবনে কোন দিন নামাজ কাজা হয় নাই। আপনি কোন কিতাবের নাম বলিয়া দিবেন।

উত্তর - والله الموفق والمعين খন্দকের যুদ্ধে হুজুর পাকের কয়েক অয়াক্তের নামাজ কাজা হইয়া ছিল। যেমন শামী কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডে ৬২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে-

ان المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء.

খন্দকের যুদ্ধে মোশরেকদের কারনে চার অয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিলালকে আজান দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তারপর ইকামাত পাঠ করিয়া জোহরের নামাজ আদায় করিয়াছেন। তারপর ইকামাত দিয়া আসরের নামাজ আদায় করিয়াছেন। তারপর ইকামাত দিয়া মাগরিব পড়িয়াছেন। তারপর ইকামাত দিয়া ঈশা পড়িয়াছেন।

والله تعالى اعلم

(২৯) হুজুর ! আমি দুর্গাপুর থেকে বলিতেছি। আমি একজন মাদ্রাসার ছাত্র। ফজরের নামাজের পরে ও আসরের নামাজের পরে নামাজ পড়া নিষেধ। ইহা কি কোন হাদীস থেকে প্রমানিত ? দয়া করিয়া কিতাবের নাম দিয়া দিবেন।

উত্তর - والله الموفق والمعين হাদীস পাকে এই দুইটি সময়ে নামাজ পড়া নিষেধ রহিয়াছে। যেমন জামেউল মাসানীদ প্রথম খন্ড ৩০৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে -

ابو حنيفة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول ﷺ لا صلوة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয়ের পূর্বে নামাজ হইবে না এবং আসরের নামাজের পরে সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বে নামাজ হইবে না । واللہ تعالی اعلم

(৩০) গোলাম হায়দার - উত্তর দিনাজপুর ।

আমার দুইটি প্রশ্ন - (ক) আম গাছে মুকুল আসার পূর্বে আম বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কিনা ? (খ) আলু স্টোরে স্টক করিয়া রাখা যাইবে কিনা ?

উত্তর - واللہ الموفق و المعین আমের মুকুল আসিবার পুর্বে আমতো আমই নয়, তবে তাহা কেমন করিয়া বিক্রয় করা জায়েজ হইবে । যতক্ষন পর্যন্ত আম ব্যবহারের উপযুক্ত না হইবে ততোক্ষন তাহা বিক্রয় করা জায়েজ হইবে না।

" هكذا قيل فى الهداية ولنا ماروى عن النبى ﷺ انه نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع السنبل حتى يبيض و يامن العاهة "

যেমন হিদাইয়ার মধ্যে বলা হইয়া, খেজুর যতক্ষন পর্যন্ত উপযুক্ত হইয়া না যায় এবং গম ধান ইত্যাদি যতক্ষন পাকিয়া না যায় এবং সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ না হইয়া থাকে, ততোক্ষন তাহা বিক্রয় করা নিষেধ ।

(খ) আলু যদি এত পরিমানে স্টক করা হইয়া থাকে যে, বাজারে আলু পাওয়া যাইবেনা বা আলুর মূল্য বহু বাড়িয়া যাইবে, তাহা হইলে নাজায়েজ হইবে । হাদীসপাকে বলা হইয়াছে - الجالب مرزوق والمحتكر ملعون আমদানী কারী রুজি প্রাপ্ত এবং স্টক কারী হইল অভিশপ্ত। (হিদাইয়া) واللہ تعالی اعلم

(৩১) লিয়াকত আলী, ভাদুরিয়াপাড়া, মুর্শিদাবাদ ।

ব্যাঙ্কের সুদ নিজের কাজে লাগানো যাইবে কিনা ?

উত্তর - واللہ الموفق و المعین ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পরে যে বাড়তি টাকা পাওয়া যায় তাহা শরীয়াতে সুদে গন্য নয় । সূতরাং তাহা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েজ ।

كما قيل فى الهداية ولنا قوله عليه السلام لاربوبين المسلم و الحربى فى دارالحرب ولان مالهم مباح فى دارهم فباى طريق اخذه المسلم اخذ مالا مباحا اذالم يكن فيه غدر و التفصيل فى التفسيرات الاحمدية'

যেমন হিদাইয়ার মধ্যে বলা হইয়া, আমাদের দলীল হইল হুজুর পাক ﷺ এর উক্তি - মুসলমান ও হারবীর মধ্যে সুদ বলিয়া কিছুই নাই । এবং আমাদের আরো দলীল হইল যে, হারবী কাফেরদের মাল হালাল । ধোকাবাজি ছাড়া যে কোন প্রকারে মুসলমান কাফেরের মাল গ্রহন করিলে তাহা হালাল হইবে ।

স্পেশাল ম্যারেজ হারাম

এই 'স্পেশাল ম্যারেজ' সম্পর্কে সাধারন মানুষ অবগত নয় বলিলে চলে । স্পেশাল ম্যারেজ বলিতে পাত্র,পাত্রী যে কোন ধর্ম অবলম্বী হউক না কেন, তাহারা নিজ নিজ ধর্মের উপরে অটল থাকিয়া স্বামী ও স্ত্রী রূপে বসবাস করিতে পারিবে । নিজ নিজ ধর্ম পালন করিয়া চলিবে, ইহাতে কেহ কাহারো কোন প্রকার বাধা প্রদান করিতে পারিবে না । এই বিবাহ হইল সরকার স্বীকৃত । শরীয়াতে ইহা বিবাহ বলিয়া গন্য নয়, বরং ইহা হইল সামাজিক ভাবে প্রকাশ্য ব্যাভিচারের পারমিশন বা অনুমতি মাত্র । স্পেশাল ম্যারেজ হইল হারাম হারাম হারাম । ইহাকে হালাল জানিলে কাফের হইতে হইবে। এই হারাম বিবাহে যত সন্তানাদি জন্ম গ্রহন করিবে অবৈধ হইবে । এই অবৈধ বিবাহে যাহারা আবদ্ধ হইবে তাহাদের বয়কট করতঃ সমাজচ্যুত করিয়া দেওয়া গ্রাম বাসীর জন্য জরুরী । অন্যথায় সবাই গোনাহগার হইবে। এই বিবাহের রেজিস্টারের পিছনে নামাজ হইবে না । মুসলমানদের জন্য জরুরী যে, এইরূপ বিবাহের বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার হওয়া। যদি বিশেষ কারণ বশতঃ মদকে মানিয়া নেওয়া যায়, তবে এই স্পেশাল ম্যারেজকে মানিয়া নেওয়া যাইবে না । কারণ, ইহাতে দ্বীন বলিয়া কিছুই থাকিবে না । মুসলমান খুব সাবধান! কোন প্রকার এই বিবাহকে প্রশ্রয় দিবেন না । প্রকাশ থাকে যে, স্পেশাল ম্যারেজকে হালাল জানা কুফরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'মাসলাকে আ'লা হজরত' - জিন্দাবাদ

উলামায়ে কিরাম ! আপনারা তো অবশ্যই অবগত রহিয়াছেন যে, আজ যে স্টেজে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' বলিয়া না'রা লাগাইতেছেন, কাল থেকে কয়েক দিন সেই স্টেজে কাওয়ালী হইতে থাকিবে । কেবল কাওয়ালী বলিলে হইবে না, বরং মেয়ে ও মরদের পাল্লা । লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! আজ আপনারা যে স্টেজে বক্তব্য রাখিতেছেন হাতে গোনা কিছু মানুষের সামনে, কাল থেকে সেইপ্যান্ডেলে দেখিতে পাইবেন শয়ে শয়ে নয়, বরং হাজার হাজার মেয়ে ও মরদের মেলা । লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! কাওয়ালীর স্টেজে সুন্নী আলেমদের উপস্থিত হইয়া 'মাসলাকে আ'লা হজরত' বলিয়া তাকবীর দেওয়ায় প্রমান হইল যে, কাওয়ালী হইল মাসলা কে আ'লা হজরতের অন্তর্ভূক্ত । আসলে কি এই কাওয়ালীকে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' সমর্থন করিয়া থাকে ?

যে মাজারে মাজার কমিটি মেয়ে ও মরদের মেলা লাগাইয়া বহাল তবীয়াতে নিজেদের ব্যবসা করিয়া চলিয়াছে, সেই মাজারে আলেমগনের উপস্থিত হইয়া 'মাসলাকে আ'লা হজরত' বলিয়া তাকবীর দেওয়ায় কি প্রমান হইবে না যে, মাজার নিয়া ব্যবসা করা মাসলাকে আ'লা হজরতের অন্তর্ভূক্ত। 'মাসলাকে আ'লা হজরত' কি ইহা সমর্থন করিয়া থাকে ? যে মাজারে ঢাক ঢোল বাজাইয়া চাদর চাপানো হইয়া থাকে সেই মাজারের উরূসে আলেমদের উপস্থিত হইয়া মাসলাকে আ'লা হজরত বলিয়া না'রা দেওয়ায় কি প্রমান হইয়া থাকে না যে, ইহা একটি জায়েজ কাজ । আসলে কি মাসলাকে আ'লা হজরত ইহা সমর্থন করিয়া থাকে ?

যে মাজারে মেয়ে ও মরদ নির্বিশেষে সবাই অবাধে প্রবেশ করতঃ কবর চুম্বন তো দুরের কথা কবর সিজদা পর্যন্ত করিতেছে, সেই মাজারের উরুসের জালসায় আলেমদের উপস্থিত হইয়া চুম্বন ও সিজদার পার্থক্য দেখাইয়া দেওয়াতে কি প্রমান হইয়া থাকে না যে, কবর চুম্বন 'মাসলাকে আ'লা হজরতের জরুরী অঙ্গ । কবর সিজদা তো দুরের কথা, কবর চুম্বন করিবার কি প্রেরনা দিয়া থাকে মাসলাকে আ'লা হজরত ? 'মাসলাকে আ'লা হজরত' ইহাই যে, কবর থেকে চার গজ দুরে দাঁড়াইয়া আদবের সঙ্গে যিয়ারত করা ।

কবরে ফুল চাদর তো দুরের কথা, বর্তমানে হালী নতুন পীর সাহেব যে চারপায়ীর উপরে বসিয়া থাকিতেন সেই পীরের মরনের পরে সেই চারপায়ীর উপরে ফুল চাদর চড়ানো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কেবল তাই নয়, সকাল সন্ধায় ধুপধুনা দেওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, 'মাসলাকে আ'লা হজরত' কি ইহা সমর্থন করিয়া থাকে ? প্রথমতঃ অধিকাংশ মাজার হইল নকল কিংবা কোন পীরের লাঠিকে দাফন করতঃ কিংবা কোন জায়গায় আবার দেখিতে পাইতেছি, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার বাঘের মুর্তি করতঃ সেই মুর্তির উপরে চাদর চড়ানো রহিয়াছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! আমি যেগুলি বলিতেছি সেই গুলিকে মাসলাকে আ'লা হজরতের আলোকে প্রমান করিয়া দিন । অন্যথায় যেখানে সেখানে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' বলিয়া তাকবীর দিয়া চুন্নীদিগকে সুন্নী বলিয়া সার্টিফিকেট দিবেন না । আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এই চুন্নী দলেরা নিজেদের ব্যবসার বাজারকে চাঙ্গা করিবার জন্য আপনাদের ডাকিয়া থাকে মাত্র। অন্যথায় ইহারা মাসলাকে আ'লা হজরতের ঘোর বিরোধী। আজ ইহাদের কার্য কলাপ দেখিয়া বাতিল ফিরকার লোকেরা সুন্নীদিগকে ঘৃনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 'মাসলাকে আ'লা হজরত' আয়নার থেকেও সাফ । কিন্তু আজ কিছু নামধারী সুন্নী সেই আয়নার থেকে সচ্ছ মাসলাককে কাদা মাখাইয়া কালো করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে । সুন্নী আলেমগনের জন্য জরূরী যে, এই দিকে লক্ষ রাখা এবং যেখানে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকা ।

একটি জরুরী দুয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ،

আল্লাহুম্মা - ইন্না - নাজয়ালুকা - ফী - নুহুরিহিম - অ নাউজুবিকা মিন - শুরুরিহিম ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'কলম'পত্রিকা সুন্নীদের নয়

সুন্নী ভাইগন ! যেহেতু মুসলিমদের কোন দৈনিক পত্রিকা নাই । এই কারনে আমি 'কলম' পত্রিকা একেবারে পড়িতে মানা করিব না । কারন, কলম মুসলমানদের বহু খবরা খবর পরিবেশন করিয়া থাকে । বিশেষ করিয়া সুন্নীদের বাহিরে যে জামায়াত গুলি রহিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে বহু কিছু কলম থেকে জানা যায় । তবে কলম কাগজ থেকে কোন মসলা মাসায়েল সংগ্রহ করিবেন না । 'কলম' পাঠ করিবেন কিন্তু হুঁশিয়ার হইয়া । কারন, কলমের কর্নধারগন গায়ের মুকাল্লিদ-লা মাযহাবী । এই পত্রিকায় বাতিলের মুখ খুব পরিস্কার করিয়া দেখাইয়া থাকে । খুব বেকায়দায় পড়িয়া সুন্নীদের কোন খবর যদি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা এমন ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে যেন কেহ না বুঝিতে পারে যে, এই কাজটি সুন্নীরা করিয়াছে । যেমন বাংলার বাহিরে সুন্নীদের কোন সংগঠন যখন কোন বড় কাজ করিয়া থাকে তখন 'কলম' বলিয়া থাকে, অমুক জায়গায় একটি মুসলিম সংগঠন এই কাজ করিয়াছে । আবার যদি ছবি দিয়া থাকে, তাহা এমন কায়দায় দিয়া থাকে যাহাতে কেহ যেন বুঝিতে না পরে । 'লকম' পত্রিকা কেবল নিজেদের প্রচার বাড়াইবার জন্য কখনো কখনো খুব সুন্নী সাজিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । যেমন বারই রবিউল আউওয়ালের চাঁদ উঠিবার সাথে সাথে এক রকম সারা মাস মোটা অক্ষরে লিখিয়া থাকে - ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রসূল সালামু আলাইকা। অথচ ইহারা ইহার ঘোর বিরোধী। আল হামদুলিল্লাহ ! এ বৎসর পশ্চিম বাংলায় এক রকম সর্বত্রে রবীউল আউওয়ালের জুলুশ ব্যাপক ভাবে বাহির হইয়া ছিল । সেই সঙ্গে সর্বত্রে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটিকে পালন করা হইয়াছে । কলম পত্রিকায় কয়েক দিন ধরিয়া প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গার জুলুশ ও অনুষ্ঠান গুলির ছবি দেখাইয়াছে আবার বিরোধীতা করিতেও ছাড়ে নাই। গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবী এসহাক মাদানী ও নাখোদা মসজিদের এক ইমাম মৌলবী শফীক সাহেবের দ্বারায় বারই রবিউল আউওয়ালের জুলুশ ও অনুষ্ঠানের বিরধীতাও করাইয়াছে। মৌলবী সাহেবদয় লিখিয়াছে, - বর্তমানে যেভাবে বারই রবিউল আউওয়াল (মিলাদুন নবী) পালিত হইতেছে তাহা শরীয়াত সম্মত নয় । আসলে ইহারা বারই রবিউল আউওয়াল পালনের বিরোধী। অন্যথায় শরীয়ত সম্মত ভাবে পালন করিবার নিয়ম বলিয়া দিতেন । উপরূক্ত কথার বিরোধীতা করিয়া 'মুসলিম স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (M.S.O) এর পক্ষে থেকে প্রতিবাদ করতঃ 'কলম' পত্রিকায় কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে একটি প্রতিবেদন ই-মেল করা হয় 'ইসলামের দৃষ্টিতে ঈদে মিলাদুন নবী'এবং সম্পাদকের নিকট আবেদন করা হয় যে, মাননীয় সম্পাদকের নিকট বিনিত নিবেন যে লেখাটি প্রকাশ করা হউক । কারণ গতকাল ১৩/১২/১৬ মঙ্গলবার আপনার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনের মধ্যে আসিয়াছে যে, নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমি বলিয়াছেন যে, মিলাদ্দুন নবী উপলক্ষে জুলুশ বা মিছিল করা ইসলামে নিষিদ্ধ । ইহা মুসলিম জনমানষে চরম ভাবে আঘাত করিয়াছে এবং আপনার পত্রিকা কলমের উপর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আসিতেছে যে, এমন খবর কেন প্রকাশ করা হচ্ছে যা মুসলিম সমাজে চরম ভাবে ফেতনা সৃষ্টি করছে ।

আরবী উদ্ধৃতিসহ লেখাটি দিলাম, সম্ভব না হলে কেবল বাংলায় দিবেন ।

ইমারান উদ্দীন রেজবী

মোবাইল - ৯১৪৩৪৬০৩৭৯

১৫/১২/১৬ তারিখে 'কলম' দফতরে ফোন করিলে লেখাটি তাহারা পাইয়াছে এবং কলম পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে না বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হয় । কেন প্রকাশ করা হইবে না, ও লেখাটিতে কোন তথ্যগত ভুল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তার কোন সদুত্তর না দিয়া বলেন - নবী ও তার সাহাবারা কি এই দিন পালন করিয়াছে ? তার উত্তরে বলা হয়- এই প্রশ্নের উত্তর হাদীস দ্বারা প্রমান করা হইয়াছে লেখাটিতে আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া নিন । কিন্তু আর উত্তর না দিয়ে ফোন কাটিয়া দেওয়া হয় । পরে আবার ফোন করিলে তাহাদের কথায় স্পষ্ট হইয়া যায় যে, তাহারা কোরয়ান ও হাদীস নয় বরং ওহাবী মন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ধুমকীর সহিত জানাইয়া দেওয়া হয় যে, কোন প্রকারে এই লেখাটি প্রকাশ করা হইবে না । যাইহোক, আমার বলিবার উদ্দেশ্য হইল যে, 'কলম' পত্রিকাকে কখনো নিজেদের মনে করিবেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ

তাকবীরে তাহরীমাহ

নামাজ আরম্ভ করিবার সময় আমরা কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকি । ইহা সুন্নাত । অন্যরা কোন প্রকারে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকে । কান পর্যন্ত হাত উঠাইবার স্বপক্ষে হাদীস উদ্ধৃত করা হইতেছে ।

"اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ"

(১) ইমাম আবু হানীফা আসিম হইতে , তিনি তাহার পিতার থেকে , তিনি অয়েল ইবনো হুজার থেকে বর্ননা করিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম (নামাজ আরম্ভ করিবার সময়) তাঁহার দুইটি হাত তাঁহার দুই কানের লতা পর্যন্ত উঠাইতেন । (মুসনাদে ইমাম আ'জম)

"عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ ﷺ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ وَفِىْ لَفْظٍ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَالطَّحَاوِىُّ"

(২) হজরত মালিক ইবনো হুয়াইরিস হইতে বর্নিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন— হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন তাকবীর দিতেন তখন তাঁহার দুই হাতকে তাঁহার দুই হাত কান সমান উঠাইতেন । আর অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে- তিনি তাঁহার দুই হাত কানের লতা পর্যন্ত উঠাইতেন। হাদীসটি ইমাম বোখারী , ইমাম মুসলিম ও ইমাম তাহাবী বর্ননা করিয়াছেন ।

"عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ قَالَ اَحَدُ الرُّوَاةِ حِيَالَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ"

(৩) হজরত অয়েল ইবনো হুজার হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তাঁহার দুই হাত উঠাইতে দেখিয়াছেন যখন নামাজের মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাকবীর দিয়াছেন । এক বর্ননাকারী বলিয়াছেন — হুজুর পাক তাঁহার দুই কান সমান হাত উঠাইয়াছেন । তারপর তাঁহার কাপড় দ্বারা হাত ঢাকিয়াছেন । হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ননা করিয়াছেন ।

"وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ"

(৪) হজরত অয়েল ইবনো হুজার হইতে বর্নিত হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার দুইটি হাতকে তাঁহার দুই কাঁধ বরাবর উঠায়াছেন যে , তাঁহার দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল তাঁহার দুই কান বরাবর হইয়া গিয়াছে । তারপর তিনি তাকবীর দিয়াছেন । হাদীসটি আবু দাউদ বর্ননা করিয়াছেন।

"وَعَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَرْفَعُ اِبْهَامَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالطَّحَاوِىُّ"

(৫) হজরত অয়েল ইবনো হুজার হইতে বর্নিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন- আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি , তিনি নামাজে তাঁহার দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলকে তাঁহার দুই কানের লতা পর্যন্ত উঠাইয়াছেন । হাদীসটি আবু দাউদ ও ইমাম তাহাবী বর্ননা করিয়াছেন ।

..عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ رَوَاهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ وَالدَّارُ قُطْنِىُّ وَالطَّحَاوِىُّ..

(৬) হজরত বারা ইবনো আযিব হইতে বর্নিত হইয়াছে , তিনি বলিয়াছন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজ পড়িতেন তখন তিনি তাঁহার দুই হাতকে এমনি উঠাইতেন যে , তাঁহার দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল তাঁহার কান বরাবর হইয়া যাইত । হাদীসটি ইমাম আহমাদ , ইসহাক ইবনো রাহবিয়া , দারূ কুতনী ও ইমাম তাহাবী বর্ননা করিয়াছেন ।

"عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اِلٰى اٰخِرِهَا رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىُّ وَقَالَ اِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ"

(৭) হজরত আনাস হইতে বর্নিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজ শুরু করিতেন তখন তিনি তাকবীর দিতেন, তারপর তাঁহার দুই হাতকে এমন ভাবে উঠাইতেন যে , তাঁহার বৃদ্ধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আঙ্গুল দুইটি তাঁহার কান বরাবর হইয়া যাইত । তারপর তিনি বলিতেন - সুবহা নাকা আল্লাহুম্মা অবি হামদিকা - শেষ পর্যন্ত । হাদীসটি বর্ননা করিয়াছেন দারু কুতনী এবং তিনি বলিয়াছেন - হাদীসটির সূত্রগুলি সবই নির্ভর যোগ্য ।

'عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ إِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ رَوَاهُ الطَّحَاوِيْ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ "

(৮) হজরত বারা ইবনো আযিব হইত বর্নিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজ আরম্ভ করিবার জন্য তাকবীর দিতেন তখন তিনি তাহার দুই হাতকে এমন ভাবে উঠাইতেন যে , তাঁহার দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল তাঁহার দুই কানের লতার কাছে হইয়া যাইত । হাদীসটি ইমাম তাহাবী ও আব্দুর রাজ্জাক বর্ননা করিয়াছেন ।

" عَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ رَوَاهُ الطَّحَاوِيْ "

(৯) হজরত আবু হুমাইদ সায়িদী হইতে বর্নিত হইয়াছে । তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগনকে বলিতেন - আমি তোমাদিগকে রসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামাজ শিক্ষা দিব । তিনি যখন নামাজে দাঁড়াইতেন তখন তাকবীর দিতেন (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলিতেন) এবং তাঁহার দুই হাতকে তাঁহার মুখমণ্ডল সমান উঠাইতেন । হাদীসটি ইমাম তাহাবী বর্ননা করিয়াছেন ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) তাকবীরে তাহরীমায় কান পর্যন্ত হাত উঠাইবার স্বপক্ষে যে হাদীস গুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এই অধ্যায়ের শেষ হাদীস নয় , বরং আরো বহু হাদীস রহিয়াছে যাহাতে কান পর্যন্ত হাত উঠাইবার কথা বলা হইয়াছে ।

(খ) যে হাদীস গুলিতে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইবার কথা বলা হইয়াছে সে হাদীসগুলি হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে নয়। কারণ , কান পর্যন্ত বৃদ্ধ আঙ্গুল উঠাইলে হাত কাঁধ পর্যন্ত অবশ্যই হইয়া যাইবে । কিন্তু কাঁধ পর্যন্ত আঙ্গুল উঠাইলে কান পর্যন্ত আঙ্গুল উঠাইবার হাদীস গুলির প্রতি আমল হইবেনা । ওহাবীরা নিজ দিগকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা কান পর্যন্ত আঙ্গুল উঠাইবার হাদীসগুলির প্রতি আমল করিয়া থাকে না ।

(গ) কেহ কোন হাদীস থেকে প্রমান করিতে পারিবেনা যে , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কাঁধ পর্যন্ত আঙ্গুল উঠাইয়াছেন । বরং যে হাদীসে কাঁধের কথা উল্লেখ হইয়াছে সেখানে হাত উঠাইবার কথা বলা হইয়াছে । আর যে হাদীসে কানের কথা উল্লেখ হইয়াছে সেখানে বৃদ্ধ আঙ্গুলের কথা বলা হইয়াছে ।

(ঘ) এই অধ্যায়ে সঠিক ব্যাখ্যা করিলে কোন হাদীস কোন হাদীসের বিপরীত হইবেনা । যেমন স্বয়ং ইমাম শাফয়ী সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন । তিনি একবার মিসরে উপস্থিত হইয়া ছিলেন । লোকে তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন – হুজুর ! এমন ব্যাখ্যা কি রহিয়াছে যে , কোন হাদীস কোন হাদীসের বিপরীত হইবে না ? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন - হ্যাঁ । হাতের হাতলি বা তালু থাকিবে কাঁধ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধ আঙ্গুল থাকিবে কানের লতা বরাবর । তাহা হইলে কোন হাদীস কোন হাদীসের বিপরীত হইবেনা । তাঁহার এই ব্যাখ্যা হানাফী ইমামগন খুবই পছন্দ করিয়াছেন । হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা হুমাম তাঁহার জগত বিখ্যাত কিতাব 'ফতহুল ক্বাদীর' এর মধ্যে এই ব্যাখ্যাকে পছন্দ করিয়াছেন ।

(ঙ) ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেম তথা কোন মোহাদ্দিস না ওহাবী ছিলেন, না তাঁহারা বর্তমান তথা কথিত গোমরাহ আহলে হাদীসদের মানুষ ছিলেন । তবুও বাহ্যিক ভাবে ওহাবীরা ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলেমের প্রতি পোখতা ইমান রাখিয়া থাকে । আল হামদু লিল্লাহ ! আমার উদ্ধৃত হাদীসগুলির মধ্যে বোখারী ও মোসলেমের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে । জানি না , এখন ওহাবীদের ইমান কোন দিকে যাইবে ।

(চ) ওহাবীরা কথায় কথায় হানাফীদের হাদীসগুলিকে যঈফ বলিয়া থাকে । ইহাতে কর্নপাত করা হানাফীদের উচিত হইবে না। কারণ , ইমাম আবু হানীফা ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগের অত্যন্ত কাছের মানুষ । তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বহু সাহাবার যুগ পাইয়াছেন । তিনি যখন যাহাদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন তখন তাহাদের মধ্যে যওফ বা দুর্বলতা ছিলনা যে , হাদীস যঈফ হইবে । ইমাম বোখারী বহু পরের মানুষ । তাঁহার যুগে হদীস বর্ননাকারীদের মধ্যে বহু রকমের দৈহিক ও চারিত্রিক দোষ চলিয়া আসিয়া ছিল । এই কারনে তিনি বহু হাদীস যঈফ বলিয়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। সূতরাং ইমাম আবু হানীফার পরের কোন মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানীফার বর্ননা করা কোন হাদীকে যঈফ বলিলে তাহা যঈফ হইয়া যাইবে না । এই কথাটি হানাফীদের সব সময়ে স্মরনে রাখিয়া দেওয়া উচিত ।

(ছ) হানাফীগন ! আপনারা যূগ যূগ ধরিয়া যে নিয়মে নামাজ পড়িয়া আসিতেছেন , নিশ্চয় তাহা হাদীস ভিত্তিক বলিয়া প্রমান হইয়া গিয়াছে । সূতরাং বাংলায় বোখারী দেখিয়া নামাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে যাওয়া গোমরাহী হইবে । স্মরন রাখিবেন ! বোখারী শরীফ যেমন নামাজ শিক্ষা নয় , তেমন আমাদের মাযহাবের কিতাবও নয় । উহা একখানা হাদীসের কিতাব মাত্র । ফিকহার কিতাব থেকে নামাজ শিক্ষা করিতে হইবে ।

হাত নাভির নিচে থাকিবে

নাভির নিচে হাত বাঁধা সন্নাত। ইহাই হাদীস ভিত্তিক । ওহাবী সম্প্রদায় মহিলাদের ন্যায় বুকে হাত বাঁধিয়া থাকে । পুরূষদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাতের খেলাফ । এবিষয়ে এখানে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে।

"اَخْرَجَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مُوْسٰى عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ بْنِ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهٖ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَسَنَدُهٗ جَيِّدٌ وَرِجَالُهٗ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ"

ইবনো আবী শাইবা অকীয় থেকে , তিনি মূসা থেকে , তিনি উমাইর থেকে , তিনি আলকামা ইবনো অয়েল ইবনো হুজার থেকে , তিনি তাহার পিতার থেকে বর্ননা করিয়াছেন — আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি নামাজে তাঁহার ডান হাতকে তাঁহার বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখিয়াছেন । এই হাদীসটির সনদ (সূত্র) খবই উত্তম এবং হাদীসের বর্ননাকারীগন প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য ।

"اَخْرَجَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالدَّارُ قُطْنِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ"

আবু দাউদ , ইবনো আবি শাইবা , দারূ কুতনী ও ইমাম বায়হাকী হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ননা করিয়াছেন । হজরত আলী বলিয়াছেন - নামাজের মধ্যে ইহাও একটি সুন্নাত যে , নাভীর নিচে হাতের উপরে হাত রাখিয়া দেওয়া ।

"عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ زَرْيُنُ"

হজতর আবু হুজাইফা হইতে বর্নিত হইয়াছে । হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — নামাজে নাভীর নিচে দুই হাত রাখিয়া দেওয়া সুন্নাত । রাখিয়া দিবে । হাদীসটি রাযীন বর্ননা করিয়াছেন ।

"عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُرْتَضٰى كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ اَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلٰوةِ وَضْعُ الْاَكُفِّ عَلَى الْاَكُفِّ وَفِى رِوَايَةٍ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِى"

হজরত আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাজা হইতে বর্নিত হইয়াছে । নামাজে ইহাও একটি সুন্নাত যে , হাতলী হাতলীর উপরে রাখিবে । অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে — ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখিবে । হাদীসটি দারূ কুতনী বর্ননা করিয়াছেন ।

"عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُرْتَضٰى كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ قَالَ ثَلٰثٌ مِنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ وَتَاْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ فِى الصَّلٰوةِ رَوَاهُ ابْنُ شَاهِيْنَ"

হজরত আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাজা হইতে বর্নিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন — তিনটি জিনিষ নবুয়াতের আখলাকের (চরিত্রের) মধ্যে গন্য - ইফতার করিতে বিলম্ব না করা ,সাহরী (সময়ের মধ্যে) বিলম্বকরা ও নামাজে নাভির নিচে হাতের উপরে হাত রাখা। হাদীসটি ইবনো শাহীন বর্ননা করিয়াছেন।

"عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَعْتَمِدُ بِاِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى فِى الصَّلٰوةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْاَيْمَنِ عَلٰى رُسْغِهِ الْاَيْسَرِ تَحْتَ السُّرَّةِ فَيَكُوْنُ الرُّسْغُ فِى وَسْطِ الْكَفِّ رَوَاهُ الْاِمَامُ مُحَمَّدٌ فِى الْاٰثَارِ"

"عَنْ اَبِىْ حُجَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ زَرْيُنُ"

হজতর আবু হুজাইফা হইতে বর্নিত হইয়াছে । হজরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত ইবরাহীম নাখয়ী হইতে বর্নিত হইয়াছে — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজে তাঁহার একটি হাত আর একটি হাতের উপরে রাখিতেন । ইমাম মোহাম্মাদ বলিয়াছেন- আর তিনি তাঁহার ডান হাতের তালুকে তাঁহার বাম হাতের কব্জীর উপরে নাভির নিচে রাখিতেন । কব্জী থাকে হাতের মাঝখানে । হাদীসটি ইমাম মোহাম্মাদ 'আসার' এর মধ্যে বর্ননা করিয়াছেন ।

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إِنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْآثَارِ"

হজরত ইবরাহীম নাখয়ী হইতে বর্নিত হইয়াছে — তিনি তাঁহার ডান হাতকে তাঁহার বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখিতেন । হাদীসটি ইমাম মোহাম্মাদ 'আসার' এর মধ্যে বর্ননা করিয়াছেন ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আল হামদু লিল্লাহ ! নাভির নিচে হাত বাঁধিবার স্বপক্ষে অনেকগুলি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছি , যে হাদীস গুলিতে বলা হইয়াছে যে , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নাভির নিচে হাত বাঁধিতেন । সূতরাং নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত ও নবুওয়াতের আখলাক ।

(খ) বোখারী ও মোসলিম এর মধ্যে কেহ দেখাতে পারিবেন না যে , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বুকের উপর হাত বাঁধিয়াছেন অথবা নাভির নিচে হাত বাঁধিতে নিষেধ করিয়াছেন ।

(গ) মহিলাদের জন্য বুকে হাত বাঁধা আদব এবং পুরুষদের জন্য নাভির নিচে হাত বাঁধা আদব । প্রত্যেকেই গুরুজনদের সামনে এই প্রকারে দাঁড়াইয়া থাকে । বুকের উপর হাত বাঁধিবার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পাইয়া থাকে । লড়াকু লোকেরা এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে । নামাজ হইল দরবারে ইলাহী । কুশতী লড়িবার স্থান নয় । সূতরাং নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধিয়া আদবের সহিত দাঁড়ানো উচিত।

মহিলার হাত বুকে থাকিবে

নামাজে মহিলাদের বুকে হাত বাঁধিতে হইবে । পুরুষদের মত নাভির নিচে নয়। ইহাই হইল তাহাদের জন্য আদব এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামে নির্দেশ । হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে ---

"عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ"

হজরত অয়েল ইবনো হুজার হইতে বর্নিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — অয়েল ! যখন তুমি নামাজ পড়িবে তখন তোমার দুই হাত তোমার দুই কান বরাবর উঠাইবে এবং মহিলা তাহার দুই হাত রাখিবে তাহার দুই স্তন বরাবর । ইমাম তিবরানী হাদীসটি কাবীরের মধ্যে বর্ননা করিয়াছেন ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মহিলাদের হাত বাঁধিবার স্থান নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা বুকের উপরে হাত বাঁধিবে এবং পুরুষগন হাত উঠাইবে কান বরাবর । নিশ্চয় মহিলাদের ন্যায় পুরুষদের হাত বাঁধিবার স্থান বুক নয় । অন্যথায় পুরুষ ও মহিলাদের নামাজ পড়িবার নিময় এক প্রকার হইয়া যাইবে । কিন্তু মহিলাদের নামাজ পড়িবার নিয়ম পুরুষদের থেকে সম্পূর্ন পৃথক ।

নামাজে 'বিস মিল্লাহ' জোরে নয়

নামাজে সুরা ফাতিহার পূর্বে 'বিস মিল্লাহ হির্রাহ্‌মা নির্রাহীম' আস্তে পাঠ করা সুন্নাত । ওহাবী সম্প্রদায় উচ্চ স্বরে 'বিস মিল্লাহ' পাঠ করিয়া থাকে ; এখন হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে কিছু হাদীস উদ্ধৃত করা হইতেছে ।

"أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ لَا يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ"

ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদ হইতে , তিনি হজরত আনাস থেকে বর্ননা করিয়াছেন । হজরত আনাস বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার উচ্চ আওয়াজে 'বিস মিল্লা হির্রাহ্‌মা নির্রাহীম' পাঠ করিতেন না ।

"أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَجَهَرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَخْبِسْ عَنَّا نُغْمَتَكَ هٰذِهِ فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي "

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আবু হানীফা আবু সুফিয়ান হইতে , তিনি ইয়াযিদ ইবনো আব্দুল্লাহ ইবনো মুগা ফফাল হইতে বর্ননা করিয়াছেন । তিনি একজন ইমামের পিছনে নামাজ পড়িয়াছেন। ইমাম উচ্চ স্বরে 'বিস মিল্লা হির্রাহ্মা নির্রাহীম' পাঠ করিয়াছেন। যখন তিনি নামাজ শেষ করিয়াছেন , তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুগাফফাল বলিয়াছেন - আল্লাহর বান্দা ! তুমি তোমার এই গানকে বন্ধ কর । নিশ্চয় আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিছনে এবং হজরত আবু বাকার , হজরত উমার ও উসমানের পিছনে নামাজ পড়িয়াছি । আমি তাহাদিগকে জোরে 'বিস মিল্লাহ' পাঠ করিতে শ্রবন করি নাই । আর ইঁনি (আব্দুল্লাহ ইবনো মুগাফফাল) হইতেছেন সাহাবী (মুসনাদে ইমাম আ'যম)

"عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ مِنْهُمْ يَقْرَاءُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ الْبُخَارِىُّ وَ مُسْلِمٌ "

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন- আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিছনে নামাজ পড়িয়াছি এবং আবু বাকার ও উসমানের পিছনে ; আমি তাহাদের মধ্যে কাহার 'বিস মিল্লাহি হির্রামা নির্রাহহীম' পাঠ করিতে শুনি নাই । হাদীসটি ইমাম আহমাদ , ইমাম বোখারী ও ইমাম মোসলিম বর্ননা করিয়াছেন ।

"عَنْ اَنَسٍ قَالَ قُمْتُ وَرَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكُلُّهُمْ كَانُوْا لَايَقْرَئُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَوَاهُ الطَّحَاوِىُّ "

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন- আমি (নামাজে) হজরত আবু বাকার , হজরত উমার ও হজরত উসমান ইবনো আফফানের পিছনে দাঁড়াইয়াছি । তাহারা 'বিস মিল্লাহির্রাহমা নির্রাহীম' পাঠ করিতেন না যখন নামাজ শুরূ করা হইত । হাদীসটি ইমাম তাহাবী বর্ননা করিয়াছেন।

"عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَ الطَّحَاوِىُّ وَ ابْنُ حِبَّانَ"

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন- আমি নামাজ পড়িয়াছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিছনে এবং আবু বাকার , উমার ও উসমানের ; তাহাদের মধ্যে কাহার 'বিস মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম' পাঠ করিতে শুনি নাই । হাদীসটি ইমাম নাসায়ী ও ইবনো হিব্বান বর্ননা করিয়াছেন ।

"عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَ الدَّارُ قُطْنِىُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَهُ يَجْهَرُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন- না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম , না আবু বাকার , না উমার 'বিস মিল্লা হির্রাহ্মা নির্রাহীম' জোরে পাঠ করিতেন । হাদীসটি ইমাম আহমাদ , নাসায়ী , দারূ কুতনী ও ইবনো হিব্বান বর্ননা করিয়াছেন । ইবনো হিব্বান হাদীসটি আরো বেশি করিয়া বর্ননা করিয়াছেন যে , তাঁহারা 'আল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' থেকে জোরে পাঠ করিতেন ।

"عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَ اَبَابَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ وَ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ وَ الطَّحَاوِىُّ فِى شَرْحِ مَعَانِى الْاٰثَارِ"

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে। নিশ্চয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এবং হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার ফারুক 'বিস মিল্লা হির্রাহ্মা নির্রাহীম' নিঃশব্দে পাঠ করিতেন । হাদীসটি ইবনো খুযাইমা বর্ননা করিয়াছেন এবং ইমাম তিবরানী মুয়াজ্জামে কাবীরের মধ্যে , আবু নাইম হুলইয়ার মধ্যে ও ইমাম ত্বাহাবী শারাহ মায়ানীল আসারের মধ্যে বর্ননা করিয়াছেন।

"عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَ اَبَابَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاْةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ اَوَّلِ الْقِرَاْةِ وَلَا فِىْ اٰخِرِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ"

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, নিশ্চয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এবং হজরত আবু বাকার , হজরত উমার ও উসমান 'আল হামদু

pdf By Syed Mostafa Sakib

লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' থেকে কিরাত আরম্ভ করিতেন এবং তাহারা কিরাতের শুরুতে ও শেষে 'বিসমিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম' উচ্চ স্বরে পাঠ করিতেন না । হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ননা করিয়াছেন ।

" عن انس بن مالك ان النبي ﷺ و ابابكر و عمر و عثمان كانوا يستفتحون القرأة بالحمد لله رب العلمين رواه ابوداود و الطحاوي و الدارمي و قال بهذا نقول لا ارى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم "

হজরত আনাস ইবনো মালিক হইতে বর্নিত হইয়াছে — নিশ্চয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম , হজরত আবু বাকার , হজরত উমার ও হজরত উসমান 'আল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' থেকে কিরাত আরম্ভ করিতেন । হাদীসটি আবু দাউস , ত্বাহাবী ও দারিমী বর্ননা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন — আমরা এই হাদীস মূলে বলিতেছি যে , আমি 'বিস মিল্লা হির্রাহ্মা নির্রাহীম' জেরে পাঠ করা দেখিতেছি না । (ধারাবাহিক চলিবে)

তাফসীরে ফায়যে রব্বানী

আল হামদু লিল্লাহ ! বাংলা ভাষী সুন্নী মুসলমানদের জন্য একটি বড় আনন্দের সংবাদ বলিয়া মনে করিতেছি যে, তাফসীর ফায়যে রব্বানী প্রথম খন্ড প্রকাশ হইয়া গিয়াছে । এই খন্ডে রহিয়াছে মাত্র তিন পারাহ । বড় সাইজে প্রায় এগারো শত পৃষ্ঠা । দ্বিতীয় খন্ড খুবই শীঘ্র প্রকাশ হইবে। শেষ পর্যন্ত তাফসীরটি হইবে দশ খন্ডে সমাপ্ত । অবশ্য সমস্ত খন্ডগুলি প্রকাশের জন্য আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন।

'তাফসীরে ফায়যুর রব্বানী' এর বৈশিষ্ট —

মূল্য - ৮০০/-

(ক) প্রথমে থাকিবে কোরয়ান পাকের আয়াত ।
(খ) আয়াত পাকের অনুবাদ ।
(গ) বর্তমান আয়াতের সহিত পূর্ব আয়াতের সম্পর্ক ।
(ঘ) আয়াত পাকের শানে নুযুল বা আয়াত অবতীর্নের কারন ।
(ঙ) আয়াত পাকের তাফসীর বা ব্যাখ্যা ।
(চ) আয়াত পাকের তাফসীর থেকে উপকারিতা ।
(ছ) আয়াত পাকের উপর প্রশ্নোত্তর ।
(জ) সব শেষে থাকিবে - আয়াতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

pdf By Syed Mostafa Sakib

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

মূল্য -১৫

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) মুসনাদে ইমাম আ'যম (২) আমজাদী তোহফাহ বা সুন্নী খুতবাহ (৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান। (৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য (৬) সুন্নী নামাজ শিক্ষা (৭) সহী নামাজ শিক্ষা (৮) মক্কা ও মদীনার মুসাফির (৯) সেই মহা নায়ক কে ? (১০) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত (১১) মোসনাদে আবু হানীফা (১২) দোয়ায় মোস্তফা (১৩) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (১৪) এশিয়া মহাদেশের ইমাম (১৫) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী (১৬) বালাকোটে কাল্পনিক কবর (১৭) দাফনের পূর্বাপর (১৮) দাফনের পরে (১৯) নফল ও নিয়াত (২০) মাসায়েলে কুরবানী (২১) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ (২২) হানাফী ভাইদের প্রতি এক কলম (২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস সালাম (২৪) বালাকোট খন্ডনে এক কলম (২৫) বাংলা ভাষায় জুময়ার খুতবাহ ? (২৬) জান্নাতী জেওয়র এর বঙ্গানুবাদ (২৭) আনওয়ারে শরীয়াত এর বঙ্গানুবাদ (২৮) আল মিসবাহুল জাদীদ এর বঙ্গানুবাদ (২৯) কাশফুল হিজাব এর বঙ্গানুবাদ (৩০) শয়তানের সেনাপতি (৩২) কোরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ - কানযুল ঈমান (৩৩) নিয়াত নামা (৩৪) চেপে রাখা ইতিহাসের উপর এক কলম (৩৫) নারীদের প্রতি এক কলম (৩৬) বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা (৩৭) নকল 'পরশমনি' হইতে সাবধান (৩৮) 'আবুল কাসেমই লা মাযহাবী - কুড়ি রাকয়াতই তারাবীহ (৩৯) গোমরাহজাকির নায়েক (৪০) ফায়যে রব্বানী তাফসীরে ছামদানী (৪১) তফসীরে নুরুল কোরয়ান (৪২) ফাতাওয়ায় মুফতী আ'যম বাঙ্গাল (৪৩) মুফতী আ'যম সমগ্র ।